182. Qb. 8/8. 2

9/6 352

অন্তঃপুর।

মাসিক পত্রিকা।

কেবল মাত্র মহিলাদিগের দ্বারা লিখিত, পরিচালিত ও সম্পাদিত।

ANTAHPUR

A MONTHLY JOURNAL

EDITED, CONDUCTED, AND WRITTEN BY THE FEMALES ONLY.

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বনলতা দেবী।

EDITED BY

BANALATA DEBI.

দ্বিতীয় বর্ষ	বঙ্গাব্দ ১৩০৫, মাঘ।	প্রথম কল্প
১ম সংখ্যা	JANUARY 1899.	২য় ভাগ।

বিষয়	লেখিকা	পৃষ্ঠা
অর্চ্চনা	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী	
বিবিধ প্রসঙ্গ	...	১
দয়ার বিচার	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী	২
প্রকৃতির বিচিত্রতা	„ উষাবালা [illegible]	৩
[illegible]	[illegible] দেবী	৪
[illegible]	„ কাদম্বিনী দত্ত	৪
[illegible]	„ সরলাবালা দাসী	৫
[illegible]ষরন	শ্রীমতী স্বর্ণলতা চৌধুরী	৬
বন্ধুত্ব	...	৯
শ্রমতি-সমিতি	...	১১
অভিনন্দন পত্র	...	১২
কালের ভেবত্ব	শ্রীমতী ক্ষিরোদকুমারী ঘোষ	১২
সম্ভাষণ	...	১৪
	„ সরলবালা দত্ত	১৫

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্তঃপুর কার্য্যালয় বরাহনগর, কলিকাতার নিকট।

Antahpur Office,—Barnagore, near Calcutta.

Annual Subscription one rupee with Postage.

কলিকাতা, ৩০।২ বিডনষ্ট্রীট্ ইলিসিয়াম প্রেসে, হরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

9/6 352. RARE BOOK

কুন্তলীন।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি কেশতৈল।

কুন্তলীন প্রস্তত হইবার পূর্ব্বে বাজারে অনেক সুবাসিত তৈল ছিল এবং কুন্তলীন প্রচার হইবার পরে আরও অনেক হইয়াছে; কিন্তু বিশুদ্ধতায় এবং সুগন্ধে কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল, ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। কুন্তলীনের স্নিগ্ধ এবং মনোমুগ্ধকর সৌরভের নিকট যাবতীয় দেশীয় তৈল দূরে থাকুক, অধিক মূল্যের বিলাতী পমেটম, ম্যাকেসার তৈল পর্য্যন্ত পরাজিত। বিশেষতঃ কুন্তলীন স্ত্রীলোক দিগের কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান। কুন্তলীনের ন্যায় সর্ব্বসমাদৃত উৎকৃষ্ট সুগন্ধ তৈল থাকিতে, আড়ম্বরপূর্ণ মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বাক্‌জালে ভুলিয়া অন্য তৈল ব্যবহার করিতে গেলে ঠকিতে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুবাসিত কুন্তলীন	১৲	পদ্মগন্ধ কুন্তলীন	১॥০
গোলাপগন্ধ কুন্তলীন	২৲	জুঁইগন্ধ কুন্তলীন	২৲

একখানি প্রশংসাপত্র।

বলিহারের মহারাজা [illegible] শ্রীযুক্তকৃষ্ণেন্দ্রবাহাদুর লিখিয়াছেন—

"মহাশয়, আজি কালি বিজ্ঞাপনরূপ মোহজা[illegible] করিয়া অনেক নূতন ব্যবসায়ী
অযথা অন্যের অর্থাপহরণের একটী অভিনব উপায় অ[illegible]
আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই প্রতারিত হইতেছেন। ফল[illegible]
হইতে অব্যাহতি পাই নাই। আপনার কুন্তলীনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে প্রথমতঃ [illegible]
তাদৃশী আস্থা হয় নাই। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় আমার পুত্রবধূটির কেশের অধিকাংশ উঠিয়া যাওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া কিছু দিন কুন্তলীন ব্যবহারে অনেকটা আশার সঞ্চার হয়, তদবধি প্রায় একবৎসর কাল যাবৎ

কুন্তলীন ব্যবহারে বধূমাতার কেশদাম অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে

সুতরাং আপনার কুন্তলীন যে প্রকৃতপক্ষেই মহিলাগণের একটী বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, কেশপ্রিয়া কামিনীগণ কুন্তলীনের গুণ পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই আশাতিরিক্ত ফললাভে অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা বোধ করিবেন।"

এইচ, বসু,

৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
No. hmp. 3949
DATE 31/8/09
CALCUTTA

বঙ্গাব্দ ১৩০৫। দ্বিতীয় ক...
...সংখ্যা মাঘ। 2 ২য় ভাগ।

মাসিক পত্রিকা।

অৰ্চ্চনা।

ওহে তুমি অন্তরের দেবতা আমার!
এ অন্তরে এস একবার!
কত ফুল ফল দিয়া, রাখিয়াছি সাজাইয়া,
অন্তঃপুর মন্দির তোমার।
কর নাথ সুপবিত্র, আমার এ চিত্ত তীর্থ
চরণের পরশে তোমার।
আজি হেথা কি আনন্দ, ওঠে ধুপ দীপ গন্ধ
সুসজ্জিত পূজার সম্ভার।
এ গৃহের অধিস্বামী, কোথা নাথ, কোথা তুমি,
এস এস এস একবার।

।

লর্ড কুর্জ্জন এদেশে আসিয়াছেন। বিলাত হইতে বিদায় লইবার দিন আকাশ অতি পরিস্কার সূর্য্য কিরণে সমুজ্জল ছিল। তাহাতে তাঁহার বন্ধুগণ বলিয়াছেন ভারতে তাঁহার শাসন কাল এইরূপ যশোজ্জল হইবে। লর্ড কার্জ্জনের কথায় ও ব্যবহারে এ পর্যান্ত সকলের মনে এই বিশ্বাস হইতেছে যে তাঁহার শাসন সময়ে ভারত বাসী সুখে থাকিবে। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আমাদের নুতন শাসনকর্ত্তাকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবি করুন।

ভারত রমণীদিগের পরম হিতৈষিণী কুমারী ম্যানিং ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন সুবিখ্যাত মিস্ মেরী কার্পেন্টার ভারতীয় স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্ত ইংলণ্ডে যে সভা প্রতিষ্ঠা করেন কুমারী

তালে নেওয়া হয়। তাহার পাগ... গিয়াছে। বাঁদরের কামড়ে পাগলামী ... না কি?

কাশীতে এক দরিদ্রনিবাস স্থাপনের জন্ত ভিজার রাজা গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সকল জাতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাই এই আশ্রমে স্থান পাইবে।

লির্ডনভার নামক একজন বাতরোগাক্রান্ত ফরাসী ডাক্তার বোলতার দংশনে রোগমুক্ত হন। যতবার তিনি বাতে কষ্ট পাইয়াছেন ততবারই বোলতার দ্বারা দংশন করাইয়া সুস্থ হইয়াছেন। এবং এখন বোলতাই বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পরম উপকারী বলিয়া প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা বাতরোগে কষ্ট পান তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে প্রায় ২০০ রমণী ষ্টেসন মাষ্টারের কাজ করেন।

আহারের পরে ধীরে দোল খাইলে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র হজম হয়। অজীর্ণ রোগে ইহা পরম ঔষধের কার্য্য করে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকে তাড়াতাড়ী আহার করিয়া কার্য্যস্থান অভিমুখে ধাবিত হয়। আহারের পর এরূপ দৌড়াদৌড়ী স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

ডাক্তার ওয়ার্কম্যান ও বিবিফেনী ওয়ার্কম্যান দুইজনে বাইসাইকেলে চড়িয়া দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা এবং কলিকাতা হইতে পুরী পর্য্যন্ত বেড়াইয়াছেন। সুখের ভ্রমণ।

দয়ার বিচার।

ইংরাজিতে যাহাকে ফ্যাসান (Fashion) বলে, বাঙ্গলায় তাহার ঠিক শব্দ পাওয়া যায় না। এই জন্যই বোধ হয় ওকথাটী বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কোন একটা বিষয়ের দোষোল্লেখ [illegible] অনেকের মুখেই শুনা যায় "ইহা [illegible] কালকার ফ্যাসন। দয়া সম্বন্ধেও আমরা অনেকাংশে তাহাই বলিতে পারি। যেখানে অথবা যাহাকে দয়া দেখাইলে পাঁচ জনে প্রসংশা করিবে সেইখানেই আমরা প্রায় দয়া দেখাইতে অগ্রসর হই। কিন্তু কে কোথায় বল নিন্দার বোঝা স্কন্ধে করিবার [illegible]র সম্ভেও করুণা দানে বিমুখ হয় না?

পরদুঃখ-কাতরতা এবং দয়া একই কথা। যেখানে পরের দুঃখ দেখিয়া হৃদয় বিগলিত হয়, এবং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ উপস্থিত হয় সেই স্থলেই দয়া বিকশিত হইয়া উঠে। দয়া দুঃখীর জন্য, সুখীর জন্য নহে। ধনবান দরিদ্রকে দয়া করিবেন, পূণ্যবান পাপীকে দয়া করিবেন, জ্ঞানী মূর্খকে দয়া করিবেন, সাধারণ ভাবে শোককাতর ক্ষুধিত বিপদগ্রস্থ হইলে একে অপরকে দয়া করিবেন এই উদ্দেশ্যেই করুণাময় যে প্রাণীর প্রাণে করুণার উৎস বহাইয়াছেন সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় না। কিন্তু জগতে যাহাকে দয়া বলে, যখন সেই কল্পিত দয়ার বাহিরের বেশ খসিয়া পড়িয়া ভিতর হইতে স্বার্থের কুৎসিত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন শত শত বার আত্মা আপনিই আপনাকে ধিক্কার দেয়।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে জগতের রীতিই এই, আপনাকে কেহ কখনো ভুলিতে পারে না। পরার্থ ও স্বার্থ যে এক ক্ষেত্রে কখনও অঙ্কুরিত হয় না, একথা আমরা প্রতিপদে ভুলিয়া যাই। করুণা বর্ষার তরঙ্গিনীর ন্যায় পরদুঃখ দর্শনে স্বতঃই উচ্ছসিত [illegible]য়া উঠে, কিন্তু এমনিই কঠিন স্বার্থ প্রস্তর সেই নির্ম্মল উৎসের মুখে চাপিয়া রহিয়াছে যে তাহাকে অতিক্রম করা বড় কঠিন! যখন করুণা কুসুম বিকশিত হইয়া উঠে, তাহার মধুর গন্ধ দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইতে না হইতেই স্বার্থ হুতাশনের প্রবল তাপে শুকাইয়া ঝরিয়া যায়। তুমি যখন ক্ষুধিতকে অন্নমুষ্টি প্রদান করিতেছ, তখন হয়তো এই সৎকার্য্যজনিত আত্মপ্রসাদ সুখাপেক্ষা, লোক প্রসংশায় কর্ণ তৃপ্তির পক্ষেই তুলিদণ্ড অধিক ভারী বোধ করিতেছ। আমি যখন অনাথাশ্রমে কিছু দান করিতেছি তখন কিসে জগতে সে কথাটি প্রকাশিত হইবে সেই চিন্তাই অগ্রে করিতেছি। এরূপ দয়া, দয়া নহে। আত্মত্যাগ না করিলে কে কোথায় পরার্থ সাধন করিতে পারিয়াছে? তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা পরার্থ

প্রীতিতে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্জ্জন ও আত্ম সুখ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। পরের জন্য আপনাকে বলি দিয়া তাঁহারা পর ও আপন উভয়ই পাইয়াছেন। যখন করুণার উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া স্বার্থ-প্রস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া স্রোতাবেগে আত্মসুখ স্পৃহাকে তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়, দূর হইতে সেই দৃশ্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকি। যখন দেখি, শাক্য রাজ্যের এক মাত্র অধীশ্বর জগতের অতুল সুখ, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য, অপরিত্যজ্য প্রণয় সুখ সকলই অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া জীর্ণ কন্থামাত্র সম্বলে অতুলানন্দ ভোগ করিতেছেন, তখনই আমরা বুঝিতে পারি করুণা কাহাকে বলে? যখন ইংলণ্ডের সেই আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীর কথা স্মরণ হয়, যিনি প্রতিরাত্রে পতিতা রমণীদিগের গৃহে যাপন করিয়া সাধারণের নিন্দা, বিদ্রূপ ও অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছিলেন; তথাপি আপনার মহদুদ্দেশ্য কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই, তখন ভক্তি, পুলক ও বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমরা ক্ষুদ্রচেতা, বুঝিতে পারি না তাঁহারা কিরূপে এত দারিদ্র বিপদ নিন্দা অত্যাচার সকলই অক্লেশে বহন করিয়া পরার্থ সমুদ্রে আত্মসুখ দুঃখ একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন!

প্রকৃতির বিচিত্রতা।

এই ছিল চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ নীরব—
সূর্য্যহীন অন্ধকার ময়—
সুনিদ্রার শান্ত কোলে সুখেতে শায়িত
ছিল নর পশু পক্ষী চয়
এ আবার কি হইল পূরব আকাশে
অরুণের রক্তিম বিকাশ,
নূতন আলোক সাথে নবীন জীবন
ছাইল এ ধরনী নিবাস।
এই দেখি প্রভাতের মৃদুল কিরণ
প্রখর রৌদ্রেতে পরিণত,
পশ্চিম আকাশে রবি প্রশান্ত মুরতি
লালে নীলে রামধনু মত,
শুধু এ আকাশ নয়, যে দিকে তাকাই
চারিদিকে আশ্চর্য্য কৌশল
ক্ষুদ্র বীজ হতে হয় সুবিশাল তরু
তাতে দেখি নানা ফুল ফল
কাননের শ্যাম শোভা, তটিনীর গান,
অনন্ত আকাশে গ্রহ তারা
অসীম সমুদ্রে নীল তরঙ্গের খেলা
দেখে চোখে হর্ষে বহে ধারা
এই শুনি এক গৃহে ক্রন্দনের রোল
[illegible] আনন্দের গান
শি[illegible]রল হাসি রাখে ভুলাইয়া
শ্মশানের ভীষণ আহ্বান
একি এ বিচিত্র লীলা ওহে লীলাময়!
বুঝিবার নাহিক শকতি,
বিস্মিত মোহিত তব অজ্ঞান এ বালা
ভক্তিভাবে করেগো প্রণতি।

আশীর্ব্বাদ।

এস এস বস কোলে আনন্দ পুতলি!
বহুদিন আশা করে
পথ চেয়ে তোর তরে
আনন্দে উঠেছে আজি হৃদয় উথলি।
নন্দনকানন থেকে,
মন্দার সুরভি মেখে,

এস এস এস কোলে আনন্দ পুতলি।
লও হৃদয়ের স্নেহ উপহার ডালি।
এস এস কোলে এস নন্দনের ফুল।
মু'খখানি মাধুরী মাখা,
কুঞ্চিত কুন্তলে ঢাকা
স্নিগ্ধ জোৎস্নার কণা ঢালিয়া অতুল,
সবারে আনন্দ দিতে
অচেনা সে দেশ হতে
সুহাসি লহরী তুলি করিতে আকুল
এস এস কোলে নব বাসন্তী মুকুল।
এস এস কোলে এস প্রীতির মুরতি।
তোর আধ আধ বাণী,
হৃদয়েতে দিবে আনি
বহুদিন কার সেই পুরাতন স্মৃতি
যে স্মৃতি অতল জলে,
[…]বায়ে দিয়াছে কালে,
হৃদয় যাহার তরে কাঁদিতেছে নিতি।
ভুলাইবে তুমি ধন সে বিষাদ গীতি।
চির জীবি হও তুমি হৃদয়ের ধন,
সুখী কর জননীরে
ভাষাও প্রেমের নীরে
বিশ্ববাসী পূজ সদা বিভুর চরণ।
সুশীল বিনয়ী হও
সদা সাধু পথে রও
জগতে আদর্শ হোক তোমার জীবন
স্নেহ আশীর্ব্বাদ বৎস করহ গ্রহণ।

অন্তঃপুর।

১

আজি যে নির্ঝর বার নদীরূপে বয়ে,
সুশীতল বারি বিলাইয়ে,
কবে ছিল শিশুকালে, কঠিন শিলার কোলে,
অন্তঃপুর কন্দর আলয়ে।
কবে তারে শৈলমাতা, শুনাইয়ে স্নেহগাথা,
রেখেছিল ঘুম পাড়াইয়ে।
কে জানে পাষাণ বুকে, এত স্নেহ ভরা থাকে,
তাই বুঝি উথলি উঠিয়ে,
আজি এই নদীবেশে, বহিতেছে দেশে দেশে,
সুশীতল বারি বিলাইয়ে।

২

আজি যে উঠেছে ফুল বিকশিত হয়ে,
কত রূপ শোভা ফুটাইয়ে।
মুকুলের অন্তঃপুরে, কাল তুই ছিলি ওরে,
কে জানে সে কত স্নেহ দিয়ে
অন্তরের সুধাধারে, সিক্তকরি দে'ছে তোরে,
শত রঙ্গে বরণ কলায়ে।
মধু গন্ধ শোভা আর, যত কিছু ছিল তার
তোরি মাঝে দিয়াছে ঢালিয়ে।
কে জানে কেমন সে যে, লাভালাভ নাহি বুঝে,
পরে দেয় সর্ব্বস্ব বিলায়ে,
তাই আজি ফুলরাণী, ফুটায়েছে মুখখানি,
এতরূপ কত শোভা দিয়ে।

৩

হেথা এসে একি দেখি, কত ফুল কত পাখী
কত তরু কত লতা পাতা,
কত মেয়ে কত ছেলে, কত হাসে কত খেলে,
কেবা জানে তাদের বারতা।
এত কি অসীম স্নেহ, বঞ্চিত হয় না কেহ।
মা জননী বল তাই বল,
এত ছেলে, এত মেয়ে, রেখেছিস্ লুকাইয়ে,
ঢাকা দিয়ে অম্বর অঞ্চল।
যখন সে দেশে যাবে, সবে বিকশিত হবে,
ফুটিবে কি কুসুমের মত?
ব্যর্থ তো যাবেনা তোর, এ স্নেহ বন্ধন ডোর
হৃদয়ের রক্তদান এত?

শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য।

জগত সুন্দর! কত সুন্দর তাহা আমরা সকল সময়ে প্রাণে ধারণা করিতে পারিনা, ইহার প্রতি স্থানে, প্রতি মুহূর্ত্তে সৌন্দর্য্য ধারা উচ্ছসিত হইতেছে, জলে, স্থলে, নভোদেশে দিবানিশি অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত রহিয়াছে; ইহার প্রতি ফুলে, প্রতি পত্রে, প্রতি বিহগ দেহে, চেতন অচেতন সকল পদার্থের মধ্যে অনুপম সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব কৌশল! আমরা সকল সময়ে দেখি বলিয়া অনুভব করিতে পারিনা। পরম শিল্পী পরমেশ্বর সৌন্দর্য্যরাশি ঢালিয়া এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শুধু তাঁহার সৌন্দর্য্য লীলা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহার সৃষ্ট পদার্থ এমন, না জানি তিনি কত সুন্দর!

কিন্তু সুন্দর কাহাকে বলে? সচরাচর আমরা দেখি যাহাতে চক্ষু তৃপ্ত হয়, যাহা একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা করে তাহাকেই সুন্দর বলা হয়। কিন্তু ইহাতে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না। যাহা শৃঙ্খলা মতে সজ্জিত ও সুনিয়মে পরিচালিত তাহাই সুন্দর। জগতকে আমরা সুন্দর দেখি তাহার কারণ এই যে, জগতের যাবতীয় পদার্থ শৃঙ্খলা মতে সজ্জিত ও সুনিয়মে পরিচালিত। প্রতিদিন পূর্ব্বাকাশ নবোদিত সূর্য্য কিরণে রঞ্জিত হয় প্রতিদিন বন উপবন প্লাবিত করিয়া বিহঙ্গমের মধুর সঙ্গীত আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে। প্রতি নিয়ত শত শত কুসুম প্রস্ফুটিত হয়। এই সকল ঘটনা এমনই সুপ্রণালী মতে চলিতেছে যে আমরা নিয়ত দেখিয়াও পরিতৃপ্ত হই না। জন্মাবধি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতেছি কিন্তু আজিও নীলাকাশে পূর্ণ চন্দ্রের হাস্যানন দেখিয়া মোহিত নেত্রে চাহিয়া থাকি, আজিও প্রভাতে পূর্ব্বাকাশে মেঘের বিচিত্র ভঙ্গী দেখিয়া চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, আজও বিহগ গীতে বিরক্তি জন্মিল না। আমাদের সৌন্দর্য্য পিপাসা এখনও মিটে নাই। এবং কখনও মিটিবে না। যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই শ্যামলা শোভাময়ী ধরণীর সৌন্দর্য্য-রস পান করিলেও আমাদের আকাঙ্খার নিবৃত্তি হইবে না। অনন্তকাল ধরিয়া এই জগতের কার্য্য চলিতেছে, অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে, এই বিশ্বব্যাপী অনন্ত সৌন্দর্য্য ছায়া কখনও পরিম্লান হইবে না। জগতের সকল ঘটনার মধ্যে যে শৃঙ্খলা, সকল বস্তুর মধ্যে [illegible] সৌন্দর্য্য, তাহা আমাদের চঞ্চল চক্ষু স[illegible] সময়ে দেখিতে পায় না। নীরব চন্দ্রালো[illegible] প্লাবিত রজনী, ও ভীষণ ঝটিকাময়ী সন্ধ্যা[illegible] অসীম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গী ও ব[illegible] উপবনের স্নিগ্ধ শান্ত শোভা, পাতাল স্পর্শী গহ্বরের ভীষণতা ও অভ্রভেদী অচল শিখ[illegible] রের গাম্ভীর্য্য, এই বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে [illegible] সাম্য ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিয়াছে, গভী[illegible] চিন্তার দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভীষণাকৃতি বন্য জন্তু [illegible] ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট উভয়ের মধ্যে যে সাদৃ[illegible] পরিলক্ষিত হয় তাহা অতীব বিস্ময়কর [illegible] কৌতুক জনক। জড় বিজ্ঞানবিদেরা জড় জগতের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া থাকেন এবং বিশ্ব নিয়ন্তার শীল্পকৌশল দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হন। জড় বিজ্ঞান মনুষ্যকে এই জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি প্রদান করে; এই জন্যই বিজ্ঞানের

এত আদর। আমরা দৃষ্টি হীনের ন্যায় শুধু চাহিয়া থাকি তাই এত শোভা এত সৌন্দর্য্য ভোগ :করিতে পারি না এবং এই জগতের সকল দ্রব্যের মধ্যে সেই পরম সুন্দরের সত্ত্বা অনুভব করিতে পারি না।

এই জগত আমাদিগকে সৌন্দর্য্য শিক্ষা দিতেছে। সৌন্দর্য্য জ্ঞান মানব জীবনে অতীব আবশ্যক। বিদ্যালয়ে পুস্তক পাঠ দ্বারা, উপদেশ শ্রবণ দ্বারা, আমরা যত কিছু শিক্ষা করিতে পারি বিশ্বস্রষ্ঠা, জগতের প্রতি স্থানে তাহা হইতেও সুন্দর ও শিক্ষার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রদত্ত পঞ্চে-ন্দ্রিয়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানিলে ই প্রকৃতির বিশাল শিক্ষালয়ে আমরা ষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি। বিশ্ব ব্রহ্মা-ময় এই শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা মাদের জীবনকে সুন্দর করিতে চেষ্টা রিতে পারি। আমাদের কার্য্য, চিন্তা সক-ক নিয়মিত ও সংযত করিয়া অনন্ত ন্দর্য্য ধাম পরমেশ্বরকে প্রাণে ধারণা য়া মনুষ্য জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি।

আকাশে কত তারা, জগতে কত প্রাণী! পূণ্যে তারকা এমন উজ্জল, এমন র ? কি পাপে ধরনীর জীব এত কলঙ্কিত ন মলিন ? কেন এ ক্রোধদাবাগ্নি ? কেন হিংসা তুষানল ? এত নির্ম্মমতা, এত কঠোরতা, এত সবলের প্রতি দুর্ব্বলের অত্যাচার স্পৃহা, মানব প্রকৃতিতে গভীর কালরঙ্গে কে আঁকিয়া দিল ?. আমিই পবিত্র, আমিই পূণ্যবান, আমি নিষ্পাপ ও আর সকলে পাপী, এ ভাব কোথা হইতে আসিল ? যদি করুণা বলিয়া কোন প্রবৃত্তি আজিও জগতে বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে কি দরিদ্রের প্রতি ধনীর ঘৃণা, মূর্খের প্রতি বিদ্বানের ঘৃণা, পাপীর প্রতি পূণ্যবানের ঘৃণা সম্ভব হইত ? "এ ব্যক্তি দয়ার যোগ্য-পাত্র নহে," "আমি যাহাকে তাহাকে দয়া করি না" এ কথা অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। ধনী শঙ্কিত ভাবে সরিয়া দাঁড়ান পাছে দরিদ্রের মলিন বস্ত্রাঞ্চল তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাঁহার ধন গৌরব মলিন করিয়া ফেলে, পূণ্যবান পাপীষ্ঠের সংস্পর্শে আসেন না, পাছে তাহার পাপ কালিমা লাগিয়া তাঁহার পবিত্র ভাব ম্লান হয়, জ্ঞানী মূর্খের সহিত বাক্যালাপ করেন না, কি জানি যদি লোকে তাঁহাকেও মূর্খ বলে, জগতের রীতিই এরূপ! নির্ম্মাল্যমালিনী ভাগিরথী যে হৃদয়ে দেব প্রসাদী পুষ্প ধারণ করেন, সেই হৃদয়েই আবার কত মৃত দেহ বহন করিতেছেন, তবু তিনি চির পবিত্রা, চির নির্ম্মলা! পাপীর স্পর্শে পূণ্য কলঙ্কিত হয় না, পূণ্যের স্পর্শে পাপী সঞ্জীবিত হয়। তোমার বিদ্যা আছে মূর্খের সে ধন নাই, সে দুঃখী। তুমি পূণ্যের বিমলানন্দ ভোগ করিতেছ, সত্যের আলোকে তোমার হৃদয়কন্দর আলোকিত হইয়াছে, পাপী তাহা পায় নাই, সে দুঃখী। তুমি অতুল ধনের অধীশ্বর, মলিন ভিক্ষুক দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে ? তবে জগতে করুণা কোথায় ?

আমরা প্রতিদিন কত লোককে দেখিতে কিন্তু কয়জনের জীবনের ইতিহাস জানি ? চোর চুরি করিয়া রাজদণ্ড ভোগ করিতে কারাগারে গেল ইহাই মাত্র জানি, কিন্তু কেন সে সে চোর হইয়াছে তাহা কি জানিতে চেষ্টা করি ? হয়তো এমন অবস্থায় পড়িয়া সে চুরি করিয়াছিল, যে সময় সামান্য

যাহায্য পাইলে আর তাহাকে চোর হইতে হইত না। হয়তো সে এমন অবস্থায় পড়িয়া চুরি করিয়াছিল, যে তুমি আমিও সে অবস্থায় পড়িলে তাহারই পথ অবলম্বন করিতাম। যখন সে কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিবে তখন তাহাকে কেহ সাধু বলিবে না, সকলে তাহাকে চোরই বলিবে। তাহাকে আর কেহ অনুগ্রহ করিবে না, আর কেহ বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য দিতে সাহস করবে না, তাহার আবার চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।

রাজপথে আমরা অনেক সময় অনেক পতিতা রমণীকে দেখিতে পাই। তাহারা জনসমাজে এত ঘৃণিতা যে, তাহাদের দয়া দেখাইলে ও লোকে লোকনিন্দার ভাগী হয়েন। তাহারা যে অতি ঘৃণিতা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু অনেক সময় এই কথা মনে হয় যে, যদি একখানি বাসনে কলঙ্ক ধরে, তাহা হইলে কত যত্নে পরিস্কার করিয়া লই, একটী পোষাকে কালীর দাগ লাগিলে দাগটী তুলিয়া পোষাকটী আবার ব্যবহার্য্য করিবার জন্ম কত যত্ন করি, কিন্তু শত শত মানবজীবন কলঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া কেন আমরা একেবারে ফেলিয়া দিই? তৈজসপত্রের মূল্য, পরিচ্ছদের মূল্য কি অমর মানব জীবনের মূল্যাপেক্ষা অধিক? কেন আমাদের মনে হয় না, যে এই সর্ব্বজন ঘৃণিতা হতভাগিনীরাও একদিন মায়ের স্নেহের ধন পিতার নয়নের পুত্তলী ছিল। সেও একদিন ভাইবোনের আদরে বোন, স্বামীর গৃহলক্ষ্মী ছিল। এমনিই সুখ বিজড়িত গৃহকর্ম্মে সুখ নিদ্রায় তাহাদেরও রাত্রিদিন কাটিত। তাহার পর একদিন একমুহূর্ত্তে সেই আপাতত সুখময় এই অতল নরকে নিপাতিত হইল, আর তাহার এ জীবনে উদ্ধারের আশা রহিল না। কি করিয়া যে এক মুহূর্ত্তের অসংযমে সে চিরজীবন হারাইয়াছে, তাহা কেহ জানে না হয়তো জ্ঞানহীনা যাহাকে চিরসুহৃদ ভাবিয়াছিল সেই তাহাকে এই নরকে ফেলিয়া পলাইয়াছে, হয়তো অত্যাচারে ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া সে গৃহের বাহিরে পা দিয়াছিল, আর তাহার সে গৃহে প্রবেশের অধিকার নাই। শারীরিক স্বাস্থ্য, নিশার নিদ্রা, মনের শান্তি চিরজীবনের মত হারাইয়া জীবন অতি দুর্ব্বহ হইয়াছে, তথাপি তাহার মরিবার সাহস নাই। মৃত্যুর পরে নরকতো তাহাদের জীতই রহিয়াছে জীবিত থাকিতেই তাহারা যে নরকযন্ত্র ভোগ করিতেছে, আমরা তাহা অনুমানে আনিতে পারি না। এরূপ হতভাগিনীর যদি করুণার পাত্রী না হয়, তবে জগ করুণা কোথায়?

বিনি জীবের হৃদয়ে দয়া দিয়াছেন, ি কি বিচার করিয়া "দয়া করেন, ধনী, দ জ্ঞানী, মূর্খ, পাপী, পুণ্যবান, কে তঁ দয়ায় বঞ্চিত? শিশু যেমন বিপদে প কেবল মা বলিয়া ডাকে তেমনি জগ যত অসহায় শোকে দুঃখে কেবল একম তাহাকেই ডাকে। তাঁহার সূর্য্যতো বিচ করিয়া আলোক বিতরণ করে না! তাহা নীরদ তো বিচার করিয়া নীর বর্ষন করে না? তবে দয়ার এ বিচার কেন?

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী—

——০——

মৰ্ম্মিয়ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক সময়ে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড এই দুই
য়্য দুই স্বাধীন রাজার দ্বারা শাসিত হইত।
ব যেমন ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া,
ণ্ডেরও রাণী, তথন তেমন ছিল না।
ইজন স্বাধীন রাজা প্রায়ই পরস্পরের
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহাদের এই
-স্পৃহা তাঁহাদের প্রজাদের মধ্যেও
মিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা স্কট-
ক ঘৃণা করিতেন। উভয় রাজ্যের
ন্তপ্রদেশে যাঁহারা বাস করিত তাহারা
। রাজাকেই মান্য করিত না, বড়ই
ও যুদ্ধপরায়ণ ছিল। ইহাদিগকে শাসনে
ধবার জন্য ইংরাজ রাজ্যের উত্তর সীমায়
ম নামে একটী দুর্গ ছিল। ষোড়শ
াব্দীর প্রারম্ভে এই দুর্গে উইলিয়ম হেরণ
মে একজন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ বাস করি-
তন।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে
এক দিন পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত অভেদ্য
নরহাম দুর্গ সান্ধ্যসূর্য্যকিরণে প্রতিভাত
হইয়া রাজমুকুটের ন্যায় অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে
শোভা পাইতেছিল। দুর্গদ্বারে এক জন
প্রহরী সদর্পে ও সাবধানে পাদচারণা করি-
তেছিল। চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষলতা পরিশোভিত,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি নদী দ্বারা খণ্ডীকৃত, রমণীয়
উপত্যকা সমন্বিত, তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল
স্বর্ণময় রবি কিরণে ভূষিত ও প্রতিবিম্বিত
হইয়া অপরূপ গম্ভীর উজ্জ্বল শোভা বিতরণ
করিতেছিল। সুদূর দক্ষিণদিকে ইংলণ্ডের
শোভা, ইংলণ্ডের সুশোভিত নগররাজি,
অপরদিকে স্বভাব শোভাময় স্কটলণ্ডের
নীল আকাশ, নীল পর্ব্বত, নীল পার্ব্বত্য হ্রদ
ও হরিদ্বর্ণ কাননরাজি, সেই ভীষণ পার্ব্বত্য-
দুর্গ, এই ভয়াবহ নির্জ্জন গম্ভীর স্থানে
যেন প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া,
ইংলণ্ডের শত্রুদলকে দূরে রক্ষা করিতে-
ছিল।

সহসা দূরে অশ্বপদ-শব্দ শ্রুত হইল।
দুর্গস্থ প্রহরী অমনি সেই দিকে কর্ণ পাতিয়া
রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন অশ্বা-
রোহী সৈন্য চক্ষুগোচর হইল। তাহাদের
মধ্যে একজন ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত শরের
ন্যায় দ্রুতবেগে সকলের অগ্রগামী হইয়া
দুর্গদ্বারে আসিয়া পৌঁছিল এবং সজোরে
বংশীধ্বনি করিল। প্রহরী বুঝিল যে এ বংশী-
ধ্বনি কাহার এবং অবিলম্বে এক ব্যক্তিদ্বারা
দুর্গাধ্যক্ষ হেরণের নিকট সংবাদ প্রেরণ
করিল। হেরণ শশব্যস্তে দুর্গদ্বার খুলিয়া
দিতে বলিলেন এবং অনুমতি করিলেন, "লর্ড
মর্ম্মিয়ণ আসিয়াছেন। সকলে প্রস্তুত হও।
অবিলম্বে তাঁহার পরিচর্য্যার সামগ্রী সকল
সংগ্রহ করিয়া আন।" এই বলিয়া নিজে দুর্গ-
দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রত্যুদ্গমন
করত মর্ম্মিয়ণকে সাদরে দুর্গমধ্যে আনয়ন
করিলেন। প্রথম সম্ভাষণ শেষ হইবার পরে
সকলে আহারার্থ টেবিলের নিকট উপবিষ্ট
হইলেন। নানাবিধ স্বাগত প্রশ্নের পর হেরণ
জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ অসময়ে সুদূর
দক্ষিণপ্রদেশ হইতে আগমনের কারণ কি?
নগরের কোলাহল সহ্য করিতে না পারিয়া
কিছু দিনের জন্য শান্তি ও নির্জ্জনতা-সুখ,
গম্ভীর পার্ব্বত্য শোভা উপভোগ করিবার

জন্যই কি অদ্য এই দীনের ভবনে পদার্পণ করা হইয়াছে ?"

মল্মিয়ন সহাস্যে বলিলেন, "তাহাও একটা কারণ বটে। কিন্তু আমার আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য স্কটলণ্ডের রাজার কাছে গমন করা। রাজা জেম্‌স্ আজ কয়েক মাস হইতে স্বীয় রাজ্য মধ্যে কেন সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা অবগত হইবার জন্য, এবং যদি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার বাসনা করিয়া থাকেন, তবে যথাসাধ্য তাঁহাকে সেই বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, আমি আমাদের রাজা হেনরীর নিকট হইতে, দূতস্বরূপ স্কটলণ্ডে যাইতেছি। দেখিতেছেন না যে আমার নিকট দূতের চিহ্নস্বরূপ শ্বেতপতাকা রহিয়াছে।"

হেরণ বলিলেন, "আমিও তাহাই এক প্রকার অনুমান করিয়াছিলাম। কেন না আপনার ন্যায় গুণসম্পন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আর অন্য কি কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে? রাজায় রাজায় সদ্ভাব স্থাপন ও রাজ্যের অশান্তি বিশৃঙ্খলতা দূর করিবার ভার আপনার ন্যায় ব্যক্তির উপরই বিন্যস্ত রহিয়াছে। এবং আপনারাই ইহা সম্পাদন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমাদের মহারাজ হেনরী বিশাল ইংরাজ রাজ্যের ছাদস্বরূপ হইলেও আপনারাই ইহার স্তম্ভস্বরূপ হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন।"

মল্মিয়ন আবার সহাস্যে বলিলেন, "আপনার প্রশংসাবাদ এখন রাখিয়া বলুন দেখি, আমার সঙ্গে এমন এক জন পথপ্রদর্শক লোক দিতে পারেন কি না, যে আমাকে নির্ব্বিঘ্নে স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবর্গনগরে লইয়া যাইতে পারে?" হেরণ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ঠিক তেমনতো কাহাকে দেখি না। আমার সৈন্যদের মধ্য হইতে এ[ক] জনকে দিব কি ?"

মল্মিয়ন বলিলেন, "না, তাহা সুযু[ক্তি] হইবে না। এই সীমান্ত প্রদেশস্থিত আপন[ার] সৈন্যদিগকে স্কটলণ্ডের অনেক লোক ভ[াল] করিয়াই চিনিয়াছে। তাহারা কেহ আ[মার] সঙ্গী হইলে স্কটলণ্ড-বাসীরা আমার স্ক[টলণ্ডে] গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হ[ইবে,] আমাকে দূত মনে না করিয়া, সচরা[চর] সকল লুণ্ঠন প্রিয় দুর্দ্দান্ত সীমা[ন্তবাসী] ইংরাজ কতবার তাহাদের দেশে প্র[বেশ] করিয়া তাহাদের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দি[য়া] তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে সেই [সকল] দস্যুদের মধ্যে একজন বলিয়া মনে ক[রিতে] পারে। এবং স্কটলণ্ডের সীমান্ত প্রদে[শে] বাধা জন্মাইতে পারে। তাহাতে বরং বিপ[রীত] ফলই হইবে। কোন গ্রাম্য কৃষক, [কিম্বা] মন্দিরের পুরোহিত, কিম্বা কোন সন্ন্যা[সীর] সঙ্গ পাইলে ভাল হয়। এমন কোন [লোক] নাই কি ?"

হেরণ বলিলেন, "একজন সন্ন্যাসী আছে[ন] বটে তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অ[বশেষে] শেষে ব্রত অবলম্বন করত যীশুখৃষ্টে[র] সমাধিস্থান পবিত্র জেরুজেলামে গিয়া পামা[র] হইয়াছেন। তিনি স্কটলণ্ডের সমস্ত তীর্থ স্থান ও মহাত্মাদের জন্মস্থান দেখিয়া বেড়া[] ইবেন বলিয়া অদ্য আমার কাছে প্রকা[শ] করিয়াছেন, হয়ত তিনি পথপ্রদর্শকরূপে আপনার সঙ্গে স্কটলণ্ড যাইতে সম্মত হই[তে] পারেন।"

মল্মিয়ন বলিলেন, "বেশ কথা। এ[ই] পামারকে আমার পথপ্রদর্শকরূপে স[ঙ্গে]

লইব। অবিলম্বে তাঁহাকে এখানে ডাকিয়া পাঠান। এখনই সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। যেহেতু আমার বিলম্ব করিবার সময় নাই। কল্য প্রত্যুষেই আমি স্কটলণ্ডে প্রবেশ করিব।"

তখন হেরণের অনুমতি অনুসারে এক জন লোক পামারকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

ক্রমশঃ।

বন্ধুত্ব।

আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে "সই পাতানো" একটী মধুর ও আনন্দজনক ব্যাপার। ছুটী সরল প্রীতিপ্রবণ হৃদয় আপনাদের বাল্যোচিত সরল ভালবাসাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য এবং ইহাতে গুরুত্ব স্থাপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে সই পাতায়। এই অনুষ্ঠানের মন্ত্র আছে কথা আছে। তাহাদের ভালবাসা যে নিতান্ত ছেলে খেলা নয় তাহাই যেন প্রমাণ করিবার জন্য ছুটী বালিকা মন্ত্র পড়িয়া উভয়ের মধ্যে সখীত্ব স্থাপন করে। পরস্পর পরস্পরকে উপহার প্রদান করে। এই সই "পাতানো" বঙ্গ রমণীগণ সকলেই জানেন।

ইউরোপের অন্তঃপাতী গ্রীস দেশে বন্ধুত্ব স্থাপনের অতি সুন্দর প্রণালী অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। দুই জন ব্যক্তি চিরদিনের জন্য বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করিলে সেই গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও সুশীলা বালিকাকে তাহাদের প্রীতি-জনক ব্যাপার উপস্থিত থাকিবার জন্য মনোনীত করে। বালিকার উপস্থিতিতে সেই প্রণয়-বন্ধন মধুর, সুদৃঢ় ও পবিত্র হইবে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এই ব্যাপার সম্বন্ধে প্রীতিবদ্ধ বন্ধুদ্বয়ের এক জন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "শ্যামল তরুচ্ছায়ায়, শৈলমালার পাদদেশে একটী ক্ষুদ্র উপাসনা মন্দিরে আমরা তিনজন গমন করিলাম। আমি আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলাম আমার বন্ধু ও অতি মূল্যবান ও সুদৃশ্য-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আমরা কোন গম্ভীর পবিত্র কার্য্যসম্পন্ন করিতে আসিয়াছি। তখন ও অন্ধকার হয় নাই। সান্ধ্য-সূর্য্য-কিরণ তখনও গবাক্ষ পথ দিয়া সেই ক্ষুদ্র উপাসনা মন্দিরকে অল্প অল্প আলোকিত করিতেছিল। আমরা বেদীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম। বালিকা দেবী মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আসিলেন। তাঁহার লাবণ্যময় সুঠাম দেহের উপর সুন্দর শুভ্র পরিচ্ছদ অতি মনোরম দেখাইতেছিল। তাঁহার মত শোভাময়ী আর কেহই ছিল না। তাঁহার মত সুন্দর বসন ভূষণও আর কাহারও ছিল না। বালিকার মুখে স্বর্গীয় কান্তি ছিল ও তাঁহার চক্ষু ছুটী সান্ধ্য তারকার ন্যায় উজ্জ্বল ছিল।

আমরা উভয়ে নীরবে প্রার্থনা করিলাম তৎপরে বালিকা বলিল "তোমরা কি জীবনে মরণে সুহৃদ্ থাকিবে" ?

আমরা বলিলাম হাঁ থাকিব।

বালিকা পুনরায় বলিল, "যখন যাহা ঘটিবে সকল সময়ে কি তোমরা মনে রাখিবে যে তোমাদের পরস্পরের সুখ ও স্বার্থ পরস্পরের জন্য ?"

আমরা আবার বলিলাম "হাঁ মনে রাখিব।" তৎপরে বালিকা আমাদের দুই জনের হস্ত একত্র করিয়া দিল এবং আমাদের ললাট চুম্বন করিল। আমরা পুনরায় নীরবে প্রার্থনা করিলাম। তৎপরে পুরোহিত আসিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মন্দিরের এক্ পার্শ্ব হইতে সাধু ব্যক্তিগণ মধুর সঙ্গীতে পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

এইরূপ আমরা দুইজন অনন্ত কালের জন্য অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম।

সুমতি-সমিতি।

গত ৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার বরাহনগর ইনষ্টিটিউট্ হলে বেলা ২টার পরে সুমতি সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা গিরিজাকুমারী দেবী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৫টী মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় প্রথমে "মানবের প্রকৃত তৃপ্তি কোথায়?" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। তৎপরে সমিতির গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ পাঠ করা হয়।

সমিতি হইতে দরিদ্র ও অনাথ বালক বালিকাদিগের সাহায্যের জন্য একটী দাতব্য বিভাগ খোলা হইয়াছে। এবং গত বৎসর কয়েকটী দরিদ্র রুগ্ন রমণী ও অনাথ বালক বালিকাকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। এই বিভাগে সমিতির সকল সভ্য ও হিতাকাঙ্ক্ষিনী ভগ্নী গণের বিশেষ করুণ দৃষ্টি পতিত হয় ইহাই প্রার্থনীয়। সমিতি হইতে ভারত রমণীর উন্নতি ব্রতে দীক্ষিতা মাননীয়া কুমারী ম্যানিংকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া এবং প্রতি বৎসর মহিলা-লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও কবিতার জন্য পুরস্কার দিবার প্রস্তাব হয়। তৎপরে বোম্বাই-প্রত্যাগত সমিতির বিশেষ উৎসাহী সভ্য শ্রীমতী উষাবালা দেবী তাঁহার কয়েক মাস বোম্বাই বাসের উল্লেখে সেখানকার রীতি নীতি এবং মেয়েদের শিক্ষা ও ব্যবহার সম্বন্ধে এবং বোম্বের সুবিখ্যাত জজ শ্রীযুক্ত র‍্যানাডের পত্নী মিসেস্ র‍্যানাডে সম্পাদিত মহিলাদের হিন্দু সামাজিক সমিতির কার্য্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন।

সভাপতি সুমতি সমিতির কার্য্য বিব[রণ] শ্রবণে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কত[ক] গুলি উৎসাহ ও শিক্ষার কথা বলিয়াছিলে[ন]।

পুনায় ৩টী মহিলা মহারাষ্ট্রীয় ভা[ষায়] একটী স্তোত্র গান করিয়া উপস্থিত মহি[লা]দিগকে সুখী করিয়াছিলেন। তৎপরে সভা[]পতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

অভিনন্দন পত্র।

মাননীয়া শ্রীমতী ম্যানিং মহোদয়[া]

করকমলেষু—

দেবি,

আজ আমাদের কি শুভ দিন! শু[ধু] আমাদের নহে, বঙ্গের নারীজাতির অ[] একটী বিশেষ আনন্দের দিন। সুদূর ইংল[ণ্ড] হইতে আপনি ভারতরমণীদিগের উন্নতিক[ল্পে] ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছেন, প্রাণে মহ[ৎ] উদ্দেশ্য লইয়া, হৃদয়ে অসীম উৎসাহ লই[য়া]

আপনি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত। আমাদের প্রাণ আজ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের মৃতপ্রায় প্রাণে আপনার প্রভাবে জীবনীশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। আমরা আজ আপনার ন্যায় উৎসাহশীলা, কার্য্যতৎপরা,পরোপকারিণী দেবীকে নিকটে পাইয়া ধন্য হইলাম।

ভারতরমণী অনেকদিন হইতে অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমুন্নতা প্রাতঃস্মরণীয়া প্রাচীন আর্য্যরমণীদিগের পুণ্যকাহিনী এখন গল্পের ন্যায় শ্রুত হয়। নানাবিধ অভাবে এই পুণ্য-ভূমি ভারতের নর নারীগণ জীবন্মৃত। বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির অভাব মোচনের জন্য স্থানে স্থানে স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণ চেষ্টা করিতেছেন। আপনি কত দূরে বাস করেন। আপনার পর-দুঃখ-শ্রবণোন্মুখ কর্ণ এত দূর হইতে ভারত-নারীর বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছে। আপনার কোমল হৃদয়, তাই নারীজাতির দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য আত্মসুখেচ্ছা, স্বার্থ-চিন্তা পরিহার করিয়া জীবন্তঃউৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছে। আজ আপনার ন্যায় ভারত নারীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী দেবীকে দেখিয়া ধন্য হইলাম।

বঙ্গ-রমণীদের শিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে প্রায় ৬ বৎসর হইল সুমতি-সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা কয়েকটী মহিলার আত্মোন্নতির চেষ্টা হইতে প্রসূত হয়। বরাহনগর বিধবা আশ্রম ইহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। প্রথম অবস্থায় কেবল কয়েকটী মহিলা প্রতি রবিবারে সৎবিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠের জন্য সমবেত হইতেন। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় এখন সমিতির সভ্যাসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে হিন্দু পরিবারের মহিলাগণ বিশেষ ভাবে সমিতির সহিত যোগ রাখিয়া ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এখন ইহার সভ্য সংখ্যা ৫২। প্রবন্ধ পাঠ ও সৎ আলোচনার সঙ্গে শিল্প শিক্ষাও সমিতির একটী কাজ। স্থানীয় মহিলাদের পাঠের সুবিধার জন্য একটা লাই-ব্রেরী, বালক বালিকাদিগের আমোদ সহ নৈতিক উন্নতির জন্য একটী রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয় এই সমিতির দ্বারা চলিতেছে। গত বৎসর দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের জন্য সমিতি হইতে কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া পাঠান হইয়াছিল। বিশেষ আনন্দের বিষয় যে একটী সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারস্থ অন্তঃপুরাবদ্ধা সমিতির সভ্যের বিশেষ উৎসাহ ও চেষ্টায়ই ইহার অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ ভদ্র পরিবারে গিয়া ম্যাজিক ল্যাণ্টা-র্নের সাহায্যে ছবি দেখান হইয়া থাকে ও নানা বিষয় আলোচনা হইয়া থাকে। গত বৎসর দরিদ্র রুগ্ন রমণী ও নিরাশ্রয় ৩টী বালক বালিকার সাহায্যার্থে সমিতি হইতে কিছু অর্থ দান করা হইয়াছে। এই সমিতির সকল কার্য্য বঙ্গ রমণীদিগের দ্বারা পরিচালিত হয়। এবং রমণীদিগের উন্নতি সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। ১ বৎসর হইল বঙ্গ-রমণীদিগের দ্বারা সম্পাদিত পরিচালিত অন্তঃপুর নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বতোভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা এদেশে এই নূতন। সমিতির সভ্যাগণের বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্যে এই পত্রিকা চলিতেছে। অর্দ্ধ শিক্ষিতা হিন্দুরমণীদিগের শিক্ষা ও

সকলে বিষয়ে উন্নতির জন্যই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। সুমতি সমিতি এই রূপ কতকগুলি সদনুষ্ঠানে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিকে নিয়োজিত করিতেছেন। আজ আপনার ন্যায় পরার্থপরা দেবীকে দেখিয়া আমাদের আশা ও উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। আপনাকে কি বলিয়া প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইব জানি না। আপনি সুমতি সমিতির সভ্য ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নীগণের প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করুন।

আসুন দেবি, আপনার পদার্পণে বঙ্গের নর নারীর প্রাণে জীবনীশক্তি জাগিয়া উঠুক। ভারতবাসীর হৃদয়ে আশা, উৎসাহ, একাগ্রতা, কার্য্যতৎপরতা ও পরোপকারীতার ভাব প্রবল হউক। আমরা আপনাকে সাদরে অভিনন্দন করি। আসুন দেবি, ভারতনারীর দুর্দ্দশা দূর করিতে দেবী মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে বিরাজ করুন। আমরা আপনার হৃদয়ের ছায়া প্রাণে ধারণ করিয়া কার্য্যপথে অগ্রসর হই। ভারতবাসীর প্রাণে আপনার কর্ম্মশীল আদর্শ জীবনের ছবি চিরদিন অঙ্কিত থাকুক।

পরম দেবতা পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোপ্রাণে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে চিরসুস্থ ও চিরসুখী করুন। বেশী আর কি বলিব। আপনার উপস্থিতিতে আমাদের প্রাণে যে আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে ভাষায় তাহা প্রকাশ হয় না। আমরা সুমতি সমিতির সভ্যাগণ আজ সাদরে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে, শ্রদ্ধার সহিত এই অভিনন্দন পত্র আপনার করকমলে অর্পণ করিতেছি।

সুমতি সমিতির সভ্যাগণ।

কালের ভেষজ।

শরতের নীলাকাশ
বসন্তের ফুলবাস
নাহি থাকে বারমাস প্রকৃতির গতি
মানসের সুখ শান্তি,
দেহের লাবণ্য কান্তি,
নাহি রয় চির দিন, নরের নিয়তি।
অমায় আঁধার মেলা,
অনিলে ঝটিকা খেলা,
তাও সাময়িক, পরে পেয়ে যায় লয়।
কঠিন বিপৎপাত,
ক্লেশের কুলিশাঘাত
সমভাবে ধরাতলে কভু নাহি রয়।
দুদিনের বর্ষাবাতে
জীবন আঁধার রাতে
কেন নর মন! তবে হও হে আকুল
দয়াময় নাম স্মরি,
থাকহে ধৈরয ধরি;
অচিরে অকূলে পুনঃ পাইবে হে কুল
ক্ষত হতে কাঁটা গুলি
ক্রমে কাল লবে তুলি,
কালের (ই) ভেষজে পুনঃ পাইবে আরাম
আবার ফুটিবে ফুল
গাহিবে বিহগকুল
আবার আলয় তব হবে সুখ ধাম।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী ঘোষ।

সম্ভাষণ।

ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ম উপলক্ষে লিখিত।

এসেছিস্ বাছা তুই,
বড়ই দুঃখের দিনে ;
এ গৃহ আঁধার ছিল,
যাদু তোর ভাই বিনে।
এসারা বরষ ধরে
বরষার ধারা প্রায়,
পিতা মাতা আঁখি জলে
নীরবে ভেসেছে হায়।
থাক্ তুই বুকে ধন,
কৌস্তভ রতন হয়ে,
জননীর দগ্ধ বুকে
থাক্ বাছা থাক্ শুয়ে।
আসিয়ে, দুদিন তরে,
দেখে ওই চাঁদ মুখ,
ভুলিব যাতনা রাশি,
পাসরিব শত দুঃখ।
বিধুমুখে মৃদু হেসে,
পিসীমা পিসীমা বলে,
ছুটে তুমি এস ধন
স্নেহ-পূর্ণ হৃদি তলে।
বুকে রেখে তোরে ধন,
ভুলিব সে জ্বালা রাশি,
সে স্মৃতি বিস্মৃতি জলে
ডুবাবেও মুখ শশি।
আর এক আছে বাছা
কাতর প্রার্থনা মোর,
জগতে জননী যিনি
থাকুন সহায় তোর।
প্রতি পদে সে শকতি
তোমার সহায় হয়ে,
নিরাপদ পথে যাদু
হাত ধরে যান লয়ে।

শ্রীসরলা দত্ত।

ভ্রমসংশোধন।

প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ৪ লাইন কবিতার প্রথম লাইনের শেষ শব্দটী "প্রাণ" না হইয়া "পান" হইবে।

মুদ্রাকরের ভ্রম বশতঃ তৃতীয় পৃষ্ঠার "দয়ার বিচার" প্রবন্ধটীর শেষ অংশ ভুল ক্রমে ষষ্ঠ পৃষ্ঠার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য প্রবন্ধের শেষভাগে নিবিষ্ট হইয়াছে। সপ্তম পৃষ্ঠায় "আকাশে কত তারা জগতে কত প্রাণী" হইতে ঐ প্রবন্ধের শেষ পর্য্যন্ত দয়ার বিচার প্রবন্ধের শেষ ভাগ। পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। এবং এ ভুলের জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্তঃপুরের কলেবর দ্বিগুণ অপেক্ষা ও বৃদ্ধি পাপ্ত হইল। পূর্ব্বে ১২ পেজি এক ফরমা করিয়া বাহির হইত। এখন হইতে ৮ পেজি ১৬ পৃষ্ঠা করিয়া বাহির হইবে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুইটী কলম থাকিবে। বলিতে গেলে ৩২ পৃষ্ঠায় সমান হইল। আশা করি অন্তঃপুরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলেই ইহাতে সুখী হইবেন। অন্তঃপুরের এই আকার বৃদ্ধিতে খরচ ও বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয় ইহার মূল্যও বৃদ্ধি করিতে হইল। এখন হইতে ইহার বার্ষিক মূল্য একটাকা হইল। আশা করি এবং আমাদের সাহুনয় নিবেদন হইতে কেহই অসন্তুষ্ট হইবেন না। এবং পূর্ব্বে ন্যায় অন্তঃপুরের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি রাখিবেন।

অন্তঃপুরের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণরূপে ইহার গ্রাহক ও গ্রাহিকাদের উপরে নির্ভর করে। তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া দিলে আমরা ইহার আরও উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিতে পারি। অনেকের নিকটে গতবৎসরেরও মূল্য বাকী আছে আশা করি সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক গতবৎসরের ও বর্তমান বৎসরের মূল্য পাঠাইয়া আমা-দিগকে অনুগৃহীত করিবেন। ইহার মূল্য অতি সামান্য সকলের নিকট চিঠি লিখিয়া মূল্য আদায় করা এক প্রকার অসম্ভব।

অন্তঃপুরের নিয়মাবলী।

১। অন্তঃপুরের অগ্রিম বর্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত এক টাকা মাত্র। প্রতিসংখ্যার মূল্য ৵০ আনা কেহ নমুনা দেখিতে ইচ্ছা করিলে ৵০ আনার টিকিট পাঠাই-বেন।

২। অন্তঃপুর প্রতি বাঙ্গলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাহির হয়। কেহ পত্রিকা না পাইলে পর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন।

৩। কাহারও কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে রিপ্লাই পোষ্টকার্ড অথবা টিকিট পাঠাই-বেন। নতুবা উত্তর না পাইবারও সম্ভাবনা।

৪। গ্রাহকগণ, অনুগ্রহপূর্ব্বক মূল্য পাঠাইবার সময় অথবা চিঠি পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, অথবা নূতন গ্রাহক হইলে "নূতন গ্রাহক এই কথাটী লিখিতে ভুলিবেন না।

৫। মূল্যাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

অন্তঃপুর কার্য্যালয় বরাহনগর

জবাকুসুমতৈল

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়। ইহার মত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন তৈল আর নাই। জবাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি, জবাকুসুম তৈল মস্তকের স্নিগ্ধকর, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহৌষধ, জবাকুসুম তৈল কেশের পরম হিতকর।

…শবস্থাপে মস্তিষ্ক আলোড়ন …র জন্য যে সকল মনস্বীগণকে মস্তকঘূ…, নিদ্রাল্পতা প্রভৃতি রো… …ক্ত হয়, তাঁহাদের জবাকুসুম তৈল প্রত্যহ ব্যবহার করা একা… …ল্য বড় শিশি ৩৲ ছোট শিশি ১৲।

ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব… …দ্ধ বিচারপতি শ্রীযুক্ত অনারেবল স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহোদয় … লিখিয়াছেন, দেখুন—

মহাশয়ের জবাকুসুম তৈল অনেক দিন হইতে ব্য… …হার করি। তাহাতে আমি বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। জব… …সুম তৈল মাথা ঘুরার বিশেষ উপকার করে ইহা ব্যবহার করিলে সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। এই তৈল যেমন সুগন্ধযুক্ত সেইরূপ উপকারী। ইতি তারিখ ১৩ ভাদ্র ১২৯৮ সাল।

শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র।

যাহাদিগকে সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয়, তাহাদের শরীর এবং মন স্নিগ্ধ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত রাখিতে হইলে প্রত্যহ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এতৎসম্বন্ধে—

ভারতের অদ্বিতীয় সন্তান, ভুবন-বিখ্যাত অনারেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ …পাধ্যায় মহোদয় কি বলেন, দেখুন—

…নিজে জবাকুসুম তৈল প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা … তাহা নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি। এই তৈল …রি। এই তৈল সর্ব্বসাধারণকে ব্যবহার করি- …কুসুম তৈল সমস্ত শরীরের ও মস্তিষ্কের …

…ঠিকানা

… ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বর্ণঘটিত-মকরধ্বজ।—মহর্ষিদের আদরের ধন, আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠরত্ন। বিশুদ্ধ রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত। ৭ মাত্রা ১৲ তোলা ২৪৲ টাকা। আমাদের মকরধ্বজ ভারতের সর্ব্বত্রই সমাদৃত।

কেশরঞ্জন তৈল।—মাথাঘোরা ও মাথার টাক নিবারণে বিশেষ শক্তিশালী। সুগন্ধেও মনঃপ্রাণ মাতিয়া উঠে। মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ইহা অদ্বিতীয়। উকিল, মোক্তার, অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। অসংখ্য প্রশংসাপত্র। ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৵০ ছয় আনা। ভিঃ পিতে ১।০ দেড় টাকা।

অশোকারিষ্ট।—র প্রদরাদি স্ত্রীরোগে মন্ত্রশক্তি ...ায়ের ন্যায় কার্য্য করে। বহু সর্ব্বত্র সমাদৃত। ১ শিশি ঔষধ ও ১৬টী বটিকার মূল্য ১ ...াঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৵০ আনা ভিঃপিতে ২।০।

কর্পূরা —এখন বাঙ্গালাদেশে বড় দুঃসময়! ঘরে ঘরে কলেরার প্রা। গৃহস্থ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। আমাদের কর্পূরারিষ্ট বহু পরীক্ষায় ক রার অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা বাজারের ক্যা ও ক্লোরোডাইন অপেক্ষাও শক্তিসম্পন্ন। সকলের ঘরে রাখা উচিত। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। ডাঃমাঃ প্যাকিং কমিশন ।৵০

ক্রিমিঘাতিনী বটিকা।

ক্রিমির অনিষ্ট-শক্তি।—ক্রিমিরোগ হইতে, নানাবিধ রোগ উৎপত্তি হইতে পারে। ক্রিমি হইতে জ্বর, মূর্চ্ছা, প্রদাহ, মুখদিয়া জলউঠা নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মলদ্বারে কণ্ডুয়ন, উদরাময়, সর্ব্বদা গা বমি করা, মূর্চ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মহাব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

আমাদের ক্রিমিঘাতিনী বটীকা শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে প্রস্তুত। ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণবীর্য্য ও পাকস্থলীর অনিষ্টকারক কোন পদার্থ কিছুই নাই। অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহারই জোরে আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের ক্রিমিঘাতিনী বটিকা হারে সর্ব্বপ্রকার বড় ও মলাশয়ের ছোট ক্রিমি সম ক্রিমিদোষ জন্য পেটফাঁপা, অজীর্ণ, মুখ দিয়া জল উ করিবার ইচ্ছা ও মূর্চ্ছাদি বিনষ্ট হয়, পাক কোষ্ঠকে পরিষ্কৃত ও নিয়মানুমোদিত ক বাহির করিয়া দেয়। এক কৌ লইলে ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

Ax/3 475   Ke. 5064   3-10-99

অন্তঃপুর।

মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

A MONTHLY JOURNAL.

দ্বিতীয় বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩০৫, ফাল্গুণ।	২য় ভাগ।
১৪শ সংখ্যা	FEBRUARY 1899.	প্রথম কল্প।

কেবল মাত্র মহিলাদিগের দ্বারা লিখিত, পরিচালিত ও সম্পাদিত।

EDITED, CONDUCTED, AND WRITTEN BY THE FEMALES ONLY.

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বনলতা দেবী।

EDITED BY

BANALATA DEBI.

BENGAL LIBRARY 20 JULY 99 WRITERS BUILDINGS

বিষয়	লেখিকা	পৃষ্ঠা
বিবিধ প্রসঙ্গ ...	... ...	১৭
মানবের প্রকৃত তৃপ্তি কোথায়	শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু ...	১৮
ধ্রুবের তপস্য ...	„ কাদম্বিনী দত্ত	২০
ফল	„ সম্পাদিকা	২৩
মর্ম্মিয়ন	„ স্বর্ণলতা চৌধুরী	২৪
উত্তেজনা	„ অন্নদাসুন্দরী ঘোষ ...	২৬
মদালসা বা আদর্শ জননী ...	„ সুখতারা দত্ত	২৭
বঙ্গদেশের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনোপায়	„ অনিন্দিতা দেবী ...	৩১

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্তঃপুর কার্য্যালয় বরাহনগর, কলিকাতার নিকট।

Antahpur Office,—Barnagore, near Calcutta.

Annual Subscription one rupee with Postage.

কলিকাতা, ৬২।২ বিডনষ্ট্রিটস্থ ইলিসিয়াম প্রেসে, হরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কুন্তলীন।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি কেশতৈল।

কুন্তলীন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে বাজারে অনেক সুবাসিত তৈল ছিল এবং কুন্তলীন প্রচার হইবার পরে আরও অনেক হইয়াছে; কিন্তু বিশুদ্ধতায় এবং সুগন্ধে কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল, ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। কুন্তলীনের স্নিগ্ধ এবং মনোমুগ্ধকর সৌরভের নিকট যাবতীয় দেশীয় তৈল দূরে থাকুক, অধিক মূল্যের বিলাতী পমেটম, ম্যাকেসার তৈল পর্য্যন্ত পরাজিত। বিশেষতঃ কুন্তলীন স্ত্রীলোকদিগের কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান। কুন্তলীনের ন্যায় সর্ব্বসমাদৃত উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল থাকিতে, আড়ম্বরপূর্ণ মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বাক্‌জালে ভুলিয়া অন্য তৈল ব্যবহার করিতে গেলে ঠকিতে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুবাসিত কুন্তলীন	১৲	পদ্মগন্ধ কুন্তলীন	১৷৹
গোলাপগন্ধ কুন্তলীন	২৲	জুঁইগন্ধ কুন্তলীন	২৲

একখানি প্রশংসাপত্র।

বলিহারের মহারাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রবাহাদুর লিখিয়াছেন—

"মহাশয়, আজি কালি বিজ্ঞাপনরূপ মোহজাল বিস্তার করিয়া অনেক নূতন ব্যবসায়ী অযথা অন্যের অর্থাপহরণের একটা অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই প্রতারিত হইতেছেন। ফল কথা, আমিও তাহা হইতে অব্যাহতি পাই নাই। আপনার কুন্তলীনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে প্রথমতঃ আমারও তাদৃশী আস্থা হয় নাই। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় আমার পুত্রবধূটির কেশের অধিকাংশ উঠিয়া যাওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া কিছু দিন কুন্তলীন ব্যবহারে অনেকটা আশার সঞ্চার হয়, তদবধি প্রায় একবৎসর কাল যাবৎ

কুন্তলীন ব্যবহারে বধূমাতার কেশদাম অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে।

সুতরাং আপনার কুন্তলীন যে প্রকৃতপক্ষেই মহিলাগণের একটী বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, কেশপ্রিয়া কামিনীগণ কুন্তলীনের গুণ পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই আশাতিরিক্ত ফললাভে অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা বোধ করিবেন।"

এইচ, বসু,
৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Imp. 3949
dt. 31/8/09
RARE BOOK

BR 5064

অন্তঃপুর।

মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

A MONTHLY JOURNAL

পুণ্যের বিমল আলো ফুটে যার প্রাণে,
সে কি ভ্রমে যায় কভু বিপথে কাননে?
যে জেগেছে কর্ত্তব্যের আকুল আহ্বানে,
সে কি কভু শুয়ে রয় অলস-শয়নে?

দ্বিতীয় বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩০৫, ফাল্গুন।	২য় ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা	FEBRUARY 1899.	প্রথম কল্প।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

এই ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় ভারত সভার অধীনে মান্দ্রাজ-প্রদেশে একটী সূচী-কার্য্যের প্রদর্শনী হইবে। ফুলতোলা শাড়ী জ্যাকেট টুপী ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যের জন্য সে[illegible] প্রদেশীয় মহিলা ও বালিকাদিগকে ক[illegible]টী পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। মাননীয়া কুম[illegible] ম্যানিং সেই প্রদর্শনীতে উপস্থিত থা[illegible]ার জন্য মান্দ্রাজে গমন করিয়াছেন।

গত ২৯ শে জানুয়ারী কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট হলে "ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার" বার্ষিক পুরস্কার-প্রদর্শনী সভা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাতে কয়েকজন মাননীয় ভদ্র লোক স্ত্রীশিক্ষার উপযোগীতা সম্বন্ধে সার-গর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পুরস্কারের দ্রব্যাদি অতি সুন্দর ও প্রয়োজনীয় ছিল। আগামী বৎসরে ত্রিপুরাবাসিনী যে কোন রমণী সন্তান পালন বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন সেন তাঁহাকে একটী পুরস্কার প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বেথুন কলেজের লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম,এ, এবং শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম এম, এ, এই বৎসর

এন্ট্রান্স পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন।

আকাশের বিদ্যুৎকে ধরিয়া সন্দেশবহ রূপে ব্যবহার, অনেক দিন ধরিয়া হইয়াছে। সম্প্রতি কেহ কেহ তাড়িতের সাহায্যে কাপড় কাচা রন্ধন ইত্যাদি কার্য্য করিতেছেন। কবিদিগের প্রিয় লীলাময়ী বিজলী, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমান মানবের হাতে পড়িয়া আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কাজ করিতেছে।

সুইজারল্যাণ্ড দেশে নববিবাহিত দম্পতী বিবাহের পরেই স্বহস্তে একটী বৃক্ষ রোপণ করেন।

চীন সম্রাজ্ঞী দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলে ১২ শত কুলি, রাণির পোষাকের ৭০০টী বাক্স সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যায়। ভ্রমণ কালে চীন সাম্রাজ্ঞীর ৩ হাজার পোষাক সঙ্গে না থাকিলে চলেনা।

আনামে একটী স্বর্ণমুদ্রা আছে। তাহার মূল্য ৯০০৲ টাকা। এত বৃহৎ স্বর্ণমুদ্রা আর কোথাও নাই।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পরে লণ্ডন সহরে আর ভূমিকম্প হয় নাই।

শুনা যায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী সুবিখ্যাত মৃত মহাত্মা গ্লাডষ্টোন সাহেবের জীবনচরিত লিখিয়া মর্লি সাহেব প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা পাইবেন। সে দেশে মহৎ জীবনের যেমন সম্মান, জীবনচরিতেরও সেইরূপ আদর। ইহাই জাতীয় উন্নতি ও মহত্ত্বের একটী নিদর্শন।

মানবের প্রকৃত তৃপ্তি কোথায় ?

মানব এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াই যেন সুখের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে থাকে। তাই শিশু, বিকসিত মনোহর কুসুম দেখিয়া প্রফুল্ল হয়; পূর্ণিমার সুবিমল চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার মুখে হাসির লহরী খেলিতে থাকে। এইরূপে যতই তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে ততই সে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময়ী পৃথিবীর নিকট সুখ অন্বেষণে ছুটিয়া যায়। কিন্তু, হায়! মানব প্রাণ কিছুতেই পূর্ণতৃপ্তি, প্রকৃত আরাম লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া, নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আইসে। একবার বিষয় তৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া সংসারের ভোগ বিলাসে, পার্থিব ধন জনে, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে যায়; মনে করে, বুঝি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলে, প্রকৃত সুখ লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়? কিন্তু ঐ যে, ক্রোড়পতির ক্রোড় শূন্য করিয়া, মৃত্যু তাহার প্রা[illegible]ধিক পুত্র হৃদয়ের এক মাত্র রত্নকে, হৃৎপি[illegible] চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া হৃদয় হইতে ক[illegible]ড়িয়া লইল। ধনৈশ্বর্য্য তাহার প্রাণে আর সুখ দিতে পারিল না। আবার মানবের পিপাসিত প্রাণ, যশস্বী লোকের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করে, বুঝি তাহার হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখরাশি স্তূপীকৃত [illegible]য়া রহিয়াছে। যাঁহার যশসৌরভ চতু[illegible]ক বিকীর্ণ হইয়াছে, যাঁহার জয়ধ্বনি চারি[illegible]কে উচ্চারিত হইতেছে, যাঁহার নাম [illegible]লে সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করে তাঁহার [illegible]দয়ে নিরানন্দের ছায়া পতিত থাকিতে পারে না। কিন্তু এ স্থলে আমরা কি দেখিতে পাই? তাঁহার প্রাণের অনন্ত পিপাসা কিছু-

ক্ষেই মিটে না, হৃদয় কিছুতেই প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু সামান্য মানের হানিতে, শোকে, তুচ্ছ নিন্দা প্রশংসায়, তাঁহার হৃদয় ঘোর নিরাশান্ধকারে আবৃত হয়। এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় কি যেন একটা অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; পার্থিব সকল পদার্থ লাভ করিয়াও, প্রাণে কি এক অতৃপ্তি অনুভূত হয়; প্রাণ যেন কি চায়, হৃদয়টা কেমন শূন্য শূন্য বোধ হয়, যে শূন্যতা ধনজন, পদ প্রভুত্ব, অতুল ঐশ্বর্য্য কিছুতেই পূর্ণ হয় না। তাই বুদ্ধদেব, রাজকুমার হইয়াও, অতুল সুখৈশ্বর্য্য এবং ভোগবিলাসের মধ্যে আজীবন লালিত পালিত হইয়াও, প্রকৃত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; তাই সংসারের শত মো[হ] বন্ধন ছিন্ন করিয়া, রাজসিংহাসন তৃণবৎ [ত্য]াগ করিয়া, প্রকৃত সুখ অন্বেষণে বা[হির] হইলেন।

[মা]নব হৃদয় হইতে বাসনাগ্নি চিরনির্ব্বাপি[ত] না হইলে, মানব কিছুতেই প্রকৃততৃপ্তি, সু[খ,] আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। [যে]রূ[প] মরুভূমিতে মৃগ যে রূপ মরিচীকায় [প্র]লোভিত হইয়া প্রতারিত হয়; এই [সংসা]রের অগণ্য নর নারীও তদ্রূপ বিষয়[বাস]না-মরিচীকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ "কোথায় সুখ, কোথায় সুখ" বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরে, কিন্তু সুখ কোন্ স্বপ্নময়পুরে অবস্থিতি করে তাহার সন্ধান করিতে পারে না।

হায়! ভ্রান্ত মন! কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ? সুখ অন্বেষণে? এই যে সম্মুখে অনন্ত সুখসিন্ধু রহিয়াছে। ঐ দেখ প্রেমিক চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য কি মহাপ্রেমে মগ্ন হইয়া সকলি ভুলিয়াছেন; তাঁহার চক্ষে সুখ দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, বিপদ ও সম্পদ একাকার ধারণ করিয়াছে। সকল প্রকার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ভোগবিলাসের সামগ্রী দূরে পরিহার করিয়াও তিনি অদ্ভুত আনন্দসাগরে, অনন্ততৃপ্তি সলিলে ডুবিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঐ দেখ, ভক্ত শ্রেষ্ঠ যীশু সাংসারিক মান অপমান ক্লেশ নির্য্যাতন, সকল অগ্রাহ্য করিয়া, সত্যেশ্বরের মহাসত্য প্রচার করিয়া, অম্লান বদনে হাসিতে হাসিতে ক্রুশকাষ্ঠে জীবনাহুতি প্রদান করিলেন। খ্রীষ্টীয় ইতিহাসে এই রূপ শত শত লোমহর্ষণকর জীবনোৎসর্গের ব্যাপার পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। শত্রুবর্গ তাঁহাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অল্পে অল্পে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে যে অসীমশান্তি পূর্ণতৃপ্তি বিরাজ করিতেছিল, তৎকালীন তাঁহাদিগের অবিকৃত মুখমণ্ডল তাহার পরিচায়ক। সংসারের লোক ভাবে, তাঁহারা কি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন? কিন্তু বাস্তবিক তৎপরিবর্ত্তে কি অসীম তৃপ্তি অনুভব করিতে করিতে তাঁহারা অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অনুভব সাপেক্ষ। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" মহাজনেরা যে পথে গমন করিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, এস সংসার আতপে তাপিত, ক্লান্ত জীব, আমরা সেই মহাজনগণের পদানুসরণ করিয়া প্রকৃত তৃপ্তিলাভ করিতে সচেষ্ট হই। স্বীয় স্বীয় জীবনকে প্রেমপুণ্যে বিভূষিত করিয়া সংসার রঙ্গালয়ের ছায়াপট পরিত্যাগ করিয়া সত্যবস্তুর অন্বেষণে রত হই এবং তাহা জীবনে লাভ করিয়া অনন্ত তৃপ্তিলাভ করি।

ধ্রুবের তপস্যা।

১

নগর হইতে দূরে অতি দূরে,
বাঁধিয়া কুটীর কাননের ধারে,
থাকিতাম সেথা আমরা দুজনে,
আমি আর মা আমার।
ক্ষীণা তটিনী বয়ে যেত ধীরে,
ফুটিত কুসুম কত তীরে তীরে,
তুলিতাম আমি জননীর মোর
দেব পূজা উপচার।
পাখী গান গেয়ে আমারে তুষিত,
হরিণ শাবক কোলেতে আসিত,
নব কিশলয় খাওয়াতাম তারে
বসিয়ে মায়ের কাছে।
ক্রমে অপরাহ্ণে পড়ে এলে বেলা,
শিশুগণ সনে করিতাম খেলা,
সন্ধ্যায় ফিরিলে, লয়ে স্নেহ কোলে,
আঁচলে দিতেন মুছে।

২

ভীমঝঞ্ঝা বায়ু বহিত যখন,
ঘোর অন্ধকার মেঘের গর্জ্জন,
ভয় পেয়ে আমি লুকাতাম সেই
স্নেহময় বুকে তাঁর।
স্নেহ-হস্ত খানি দেহে সঞ্চালিয়া,
ভয়াতুর মুখে শত চুমু দিয়া,
কতনা আদরে অভয় দিতেন,
স্নেহময়ী মা আমার।
বলিতেন ধ্রুব কেন কর ভয়,
নিকটে আছেন হরি দয়াময়,
রক্ষক তিনি, বন্ধু আমাদের,
ডাক তারে প্রাণপণে।
ভয় পেলে বৎস দুটী হাতযুড়ি,
ডেকো ধ্রুব সদা বলে হরি হরি,
অনাথ আশ্রয় দীনসখা হরি,
মন রেখো শ্রীচরণে।
এমনি করিয়া, কেটে যেত দিন,
কেটে যেত কত রাতি,
আমি আর মাতা থাকি দুইজনে,
হরি আমাদের সাথী।
কোথা বাস তাঁর, কেমন সে হরি,
কিছু আমি নাহি জানি,
সুখে দুঃখে হরি, বন্ধু আমাদের,
মার মুখে শুধু শুনি।

৩

শিশুগণ সনে, এক দিন আমি,
গিয়াছিনু খেলিবারে,
কহিল তাহারা, "ঘরে গিয়ে ধ্রুব
এসগে বসন পরে।"
আমিত কখন পরিনি বসন,
বসন কি মোর আছে?
ভাবি,চিন্তি শেষে গেলাম ছুটীয়া
কুটীরে মায়ের কাছে।
আদরে জড়ায়ে গলাটী তাঁহার
কহিলাম ধীরে ধীরে,
দিগম্বর সনে খেলিবেনা কেহ
বসন দেওমা মোরে।
জননী আমারে করিলেন কোলে
আঁখি দুটী ছল ছল,
বিষম বেদনা বাজিল আমার
নয়নে বহিল জল।
ঈষৎ হাসিয়া জননী আমার
আঁখি মুছি ধীরে ধীরে,
স্নেহমাখা তাঁর ও অঞ্চল খানি
আমারে দিলেন ছিঁড়ে।
দুঃখিনী মায়ের অঞ্চল লই রা,

খেলিতে গেলাম আমি,
কি যে শেল হরি, বিধেঁছিল প্রাণে
সকলিত জান তুমি।

৪

ফিরে গেনু যবে, বসন আমায়,
পরাতে আসিল কেহ,
ক্ষুদ্র শত ছিন্ন, মায়ের অঞ্চল,
ঢাকিলনা মোর দেহ।
হাসিয়া কহিল, বালক সকলে,
মোর মুখপানে চেয়ে,
"একি বস্ত্র ধ্রুব, আনিয়াছ তুমি,
রাজার তনয় হয়ে?"
রাজপুত্র আমি? রাজা মোর পিতা?
দেখিলাম চিন্তা করি,
মনে প'ল শুধু, মার মুখ খানি,
আর মা বলেন, "আছে হরি।"

৫

শুনিলাম পিতার কাহিনী
নামটী উত্তানপাদ,
জনমে আমি পাইনি কখনো
পিতার স্নেহের স্বাদ।
কোন্ অপরাধে অবোধ বালক
বঞ্চিত পিতার স্নেহে?
অনাহুত হয়ে আজিকে যাইব
আমার পিতার গৃহে।
কহিনু সবারে মিনতি করিয়া,
চল মোরে লয়ে চল;
মার মুখ খানি মনেতে পড়িয়া
নয়নে আসিল জল।

৬

নগরেতে গিয়া পিতার গৃহের
চারিদিকে শুধু চাই,
এত ধন, জন, সজ্জিত প্রাসাদ,
কভু আমি দেখি নাই।
জননী আমার কাঙ্গালিনী মত
কেন বন মাঝে থাকে,
শুধাব পিতারে কোন্ অপরাধে
বনে দিয়াছেন মাকে।
পিতৃগৃহে আসি জননীর দুঃখ,
বিষম বাজিল প্রাণে,
পিতার উদ্দেশে ছুটে গিয়া দেখি,
বসে তিনি সিংহাসনে।
প্রসন্ন বদন পিতার আমার,
উত্তম তাঁহার কোলে,
কিছু না বলিয়া নরবে চাহিয়া
দাঁড়াইনু পদতলে।
কি যে স্নেহময়, পিতার হৃদয়,
ধ্রুব কি বুঝিতে জানে?
চির-নির্ব্বাসিতা দুঃখিনী-সন্তানে
পড়েছিল কিনা মনে?
চাহিয়া রহিনু মুখপানে তাঁর
স্নেহের ভিখারী হয়ে,
কোলে লইবারে যেন বাহু দুটী
দেছিলেন পসারিয়ে।

৭

সহসা কঠোর বজ্রসম বাণী
পশিল আমার কানে
চমকিত হয়ে চাহিয়া দেখিনু
পিতার বদন পানে,
"কেরে তুই হেথা, সুনীতি তনয়,
এত কি সাহস তোর
পিতৃকোল তোর অধিকার হ'ত
জন্মিলে উদরে মোর।"
দেখিলাম চেয়ে প্রসারিত বাহু
সরায়ে নে'ছেন পিতা,
চূর্ণ হল মোর পিতৃ-স্নেহ-সাধ
মরমে বাজিল ব্যথা।

৮

বড় ব্যথা পেয়ে, দুঃখে অভিমানে,
পিতার আলয় হ'তে,
চলিনু ছুটীয়া, অবোধ বালক,
অনন্ত অজানা পথে।
মনে হ'ল শুধু মার মুখ খানি,
আর উপদেশ তাঁর,
"দুঃখ পেলে ধ্রুব দুঃখ-হারী হরি
ডেকো তাঁরে বারবার।"
কাতরে তোমায় ডাকিতেছি আজ,
কোথা হরি, কোথা সখা,
কৃপা করি আসি অনাথ বালকে
একবার দাও দেখা।

৯

কাননের পথে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
ডাকিতেছি হাত জুড়ি,
কভু এস সখা, বিপদ বারণ,
কভু এস ভাই হরি।
কত যে অভাব অন্তরে আমার,
কেমনে বুঝাব আমি,
সকল অভাব, দূর কর আজি,
হৃদয়েতে আসি তুমি।
কত দিন হতে, ডাকিতে ডাকিতে,
চলিয়াছি আমি একা,
খেলা সাথী হয়ে, এস, এস কাছে,
এস মোর প্রাণ সখা।
শ্বাপদ সঙ্কুল, অরণ্য মাঝারে,
গভীরা রজনী কালে,
এস হরি মোর, জননী হইয়া,
অসহায়ে কর কোলে।
বহুদিন হতে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শ্রান্ত দুনয়ন আজ,
ঘুমাব নির্ভয়ে, মাথাটী রাখিয়া,
তোমার হৃদয় মাঝ।
দুঃখিনী তনয়, আমি ধ্রুব, মোর,
স্থান নাই পিতৃ কোলে,
সেই অভিমানে, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণ তলে।
আজ তুমি মোর পিতা, তুমি মোর মাতা,
তুমি মোর বন্ধু, ভাই,
এ জগতে হরি, অনাথ ধ্রুবের,
তুমি বিনা কেহ নাই।

১০

কোথা তোমা পাব, কোন পথে যাব,
কিছুই জানিনা হায়,
কে যেন হৃদয়ে, নিভৃতে বসিয়ে,
ডাকে ধ্রুব আয়, আয়।
ছুটিয়া চলিতে, কণ্টকিত পথে,
যত বার ব্যথা লাগে,
হরি হরি বলি, দুটী বাহু তুলি,
ডাকি তত অনুরাগে।
যবে, অবসন্ন দেহ, অবশ হৃদয়,
অবশ চরণ দুটী,
কাহার দুখানি, অরুণ-চরণ,
হৃদয়েতে উঠে ফুটি।
মরম ব্যথায়, দুঃখ নিরাশায়,
আঁখি জলে যবে ভাসি,
ভুলায় আমারে, কি জানি কাহার,
স্নিগ্ধ শীতল হাসি।
এমনি করিয়া, অবোধ বালকে,
ভুলায়ে রাখিবে কত,
কবে আসিয়াছি, ডাকিতে তোমায়,
হবে বুঝি বর্ষ শত।
কোথা সখা মোর, কোথা সখা মোর,
এস ভাই ত্বরা করে,
তোমারে লইয়া, ফিরে যাবে ধ্রুব,
দুঃখিনী মায়ের ঘরে।
তোমারে পাইয়ে, মায়ের আমার,
শীতল হইবে বুক,
ধ্রুবের তপস্যা, হোক অবসান,
দেখিয়া তোমার মুখ।

ফল।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে মানবের আবশ্যকীয় ও তৃপ্তি জনক কত বস্তু রহিয়াছে। একমাত্র আহার্য্য দ্রব্যই কত প্রকার। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় শ্যামল শস্যক্ষেত্র সুমিষ্ট ফলবান বৃক্ষ. কত উপায়ে প্রকৃতি মাতা আমাদিগকে আহার যোগাইতেছেন।

এই নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে ফল অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য। সুপক্ক ফল যে কেবল রসনার তৃপ্তিকর তাহা নহে ইহা স্বাস্থ্যের পরম সহায়। মনুষ্যের রসনা যত প্রকার রসের জন্য লালায়িত হয়, মনুষ্যের দেহযন্ত্র সুগঠিত ও সুপরিচালিত হইতে যত প্রকার বিভিন্ন উপাদান আবশ্যক হয়, সুপক্ক ফলে সে সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হা যে রসনার তৃপ্তিকর তাহা বলিয়া ব তে হইবে না। ব্যক্তিগত স্বাদ-জ্ঞান ি ন হইলেও অধিকাংশ ফল সর্ব্ববাদী সম্মত সুখাদ্য।

আমাদের দেশে নানা প্রকার সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি দেবী ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রস বিশিষ্ট সুস্বাদু ফল মানব সমাজকে উপহার প্রদান করেন। এক ফলে তৃপ্তি না হইতে হইতে আর এক প্রকার ফলের উৎপত্তি। রসনার সুখের জন্য এই পৃথিবীর বুকে কত খাদ্য কত পেয়। স্রষ্টার একি আশ্চর্য্য লীলা কৌশল, জগত পিতার একি অনির্ব্বচনীয় করুণা।

শুধু রসনার তৃপ্তি নহে। সুপক্ক ও সদ্যোপক্ক ফল পীড়িতের ঔষধ। এবং সুস্থ ব্যক্তি ও এই ফল সেবনে অনেক পীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

আমাদের দেশে প্রাচীনাদিগের মুখে একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এই, "বচ্ছরকার ফল খাইতে হয়।" যে সময়ের যে ফল সে সময় মানব শরীরের পক্ষে তাহা পরম উপকারী। বর্ষচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত ফল আমাদের নয়ন পথের পথিক হয়। বিশ্বপিতার করুণা রস বৃক্ষে বৃক্ষে সাকার মূর্ত্তীতে অবতীর্ণ হইয়া মানবের তৃপ্তিসাধন করে। এই রস নিয়মিত রূপে সেবন করিলে মানবের প্রভূত কল্যাণ হয়।

আমাদের দেশে ফল খাইয়া মুনি ঋষিদের জীবন ধারণের কথা শুনা যায়। পবিত্র ও নীরোগ জীবন যাপন করিতে হইলে ফলাহারই শ্রেষ্ট উপায়। ইহাতে শরীর পুষ্টির কোন ব্যতিক্রম হয় না। পরন্তু প্রকৃতিজাত উৎকৃষ্ট উপাদানে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। হিন্দু গৃহে ব্রতাদিতে যথেষ্ট সুরস ফলের ব্যবহার হয়। ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বিনী বিধবাগনের ও ফল একটী প্রধান খাদ্য। এই রূপে ফল যত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল। ইংরাজদের ভোজনের পরে ফলাহারের রীতি প্রচলিত আছে। প্রত্যেক ইংরাজ গৃহস্থ অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে কিছু ফল ভোজনাগারে সজ্জিত রাখেন।

এখন রসনার তৃপ্তির জন্য কত কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইতেছে। প্রকৃতির স্নেহের দান অবহেলা করিয়া আমরা দূষিত উপকরণে প্রস্তুত কৃত্রিম খাদ্য যত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিব ততই শরীরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও লাবণ্য হারাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। আজকাল এই কারণেই ক্রমে ক্রমে

পীড়ার ও পীড়িতের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

গৃহ-সাম্রাজ্যের কর্ত্রী রমণীগণ ফলের উপকারিতা বুঝিয়া নিজ নিজ রাজ্যে সুপক্ক ফলের ব্যবহার প্রচলিত করিলে অনেক রোগ দূর হইবে। রোগশীর্ণ বিবর্ণ মুখে স্বাভাবিক লাবণ্য ফিরিয়া আসিবে। আশা করি বঙ্গীয় ভগ্নীগণ এখন হইতে সুপক্ক ফলের আদর করিবেন।

মর্ম্মিয়ন।

(১১ পৃষ্ঠার পর।)

হেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার দুইজন অনুচর ইউষ্টেস ও হেনরী প্লাউন্টকে দেখিতেছি কিন্তু সেবার আপনার সঙ্গে যে সেই একটী সুন্দর বালক-ভৃত্য দেখিয়াছিলাম সেটী কোথায় গেল? তাহাকে দেখিলে আমার বড় স্নেহের উদয় হইত। সেই কোমল রমণীয় মুখখানি দেখিলে তাহাকে কোন ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইত? সে এখন কোথায় আছে!"

হেরণের এই প্রশ্নে মর্ম্মিয়ণের মুখে ক্ষণকালের জন্য যেন কিএকটা অন্ধকারের ছায়া পড়িল; কিন্তু তখনই আত্মসংবরণ করতঃ বলিলেন, "সে অসুস্থ হওয়ায় আমি তাহাকে লিণ্ডিস্‌ফার্‌ণ দ্বীপের মঠে রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।"

হেরণ ইহা লক্ষ্য করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া রাজা, রাজকার্য্য রাজনীতি ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নানাবিধ আলাপের দ্বারা অভ্যাগত মর্ম্মিয়ণকে প্রীত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পূর্ব্বলিখিত পামার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এস পাঠক পাঠিকাগণ! আমরা এই অবকাশে একবার মর্ম্মিয়ন, তাঁহার অনুচরবর্গ ও পামারকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লই। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, অতঃপর আর দেখিবার সুবিধা হইবে না।

দুর্গের অভ্যন্তরে একটী প্রশস্ত কক্ষে এক প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে উচ্চ [illegible] মর্ম্মিয়ন উপবিষ্ট আছেন। গৃহে ম[illegible] সুচারু কারুকার্য্যবিশিষ্ট আসবাবের [illegible] অভাব। একে দুর্গ, তাহাতে সেকা[illegible] লোকে বিবিধ সুন্দর সুন্দর শিল্পদ্রব্যের দ্বারা গৃহ পূর্ণ রাখিত না। কিন্তু গৃহে যুদ্ধের উপকরণের অভাব ছিল না, ঢাল, তরবারি, বর্শা, তীর, ধনুক, কুঠার, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ চতুর্দ্দিকে সারি সারি সাজান রহিয়াছে। মৃগচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পশুশৃঙ্গ প্রভৃতি তাহার মধ্যে মধ্যে সজ্জিত থাকিয়া দুর্গবাসীগণের মৃগয়া লীলার পরিচয় প্রদান করিতেছে। গৃহটীর সাজ সজ্জা সুরুচিব্যঞ্জক না হইলেও বীরত্বব্যঞ্জক বটে ও যোদ্ধার বাসের উপযুক্ত।

মর্ম্মিয়ণের বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসরের বেশী হইবে না। প্রশান্ত ল[illegible]ট, জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল ও নীল অন্তর্ভেদী নয়ন যুগল, সন্দর্শন করিলে তাঁহাকে একজন প্রতিভা-

শালী পুরুষ বলিয়া মনে হয়। গোঁপ দাড়ি সুচারুরূপে কর্ত্তিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ, মস্তকে লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, তাহা এখন তিনি মস্তক হইতে উন্মোচন করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ লৌহবর্ম্মে দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত। কটিতটে সুপরিস্কৃত শাণিত অসি লম্বমান রহিয়াছে। একজন অনুচর তাঁহার বর্শা ও অপর একজন তাঁহার ঢাল হস্তে ধারণ করিয়া নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই ঢালের উপরে লেখা রহিয়াছে, "মোরে বাধা দিবে যে সে মরিবে নিশ[illegible]

তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে ২০জন ধানুকী ধনুর্ব্বাণ, বর্শা ও তরবারী হস্তে প্রভুর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া কক্ষের বাহিরে দালানে একটি [illegible] প্রকাণ্ড টেবিলের চারি ধারে উপ[illegible] করিয়া আহারাদি করিতেছে ও মধ্যে [illegible] অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তাহা[illegible] পথে কি কি বিষয় দেখিয়াছে ও আগাম[illegible] টলণ্ডে প্রবেশ করিয়া কি কি দেখি[illegible] ই সকল বিষয়ই প্রধানতঃ আ[illegible]লাপ [illegible] হল। টেবিলের শীর্ষদেশে ম[illegible]ন্ত্রিয়নের [illegible] অনুচর দ্বয় উপবিষ্ট। এক জনের নাম ইউষ্টেশ ও অপরের নাম হেনরী [illegible]ট।" অনুচরগুলি সকলেই বলিষ্ঠ, যোদ্ধা, ক[illegible] হস্তু, প্রভুভক্ত ও অচঞ্চল।

[illegible]পানার আসিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ [illegible]রিলেন। তিনি আসয়া অতি উচ্চভাবে [illegible]পবিষ্ট মন্ত্রিয়ণ ও হেরণকে অভিবাদন [illegible]রলেন। কিন্তু মন্ত্রিয়ণের ন্যায় উচ্চপদস্থ [illegible]ন্ত লোককে যে রূপ সম্মান প্রদর্শন করা উ[illegible]চিত তাহা করিলেন না। এমনি ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন যেন তিনি মন্ত্রিয়ণেরই সমপদাভিষিক্ত ব্যক্তি; কেনই বা করিবেন? সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট পদ-গৌরবের আদর কেন থাকিবে? তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য, কেন না নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা কষ্ট সহ্য করিয়া ও বোধ হয় নানা চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া তাঁহার আকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল ও তাঁহাকে প্রকৃত বয়স অপেক্ষা বর্ষীয়ান্ বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার মুখ ঘন দীর্ঘ অর্দ্ধ শ্বেতশ্মশ্রু ও গোঁপে প্রায় আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। চক্ষুর্দ্বয় অসাধারণ জ্যোতিঃ বিশিষ্ট, মস্তকে বিশাল জটাভার, তাহার উপরে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত মস্তকাবরণ শোভা পাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। তাঁহার মুখে যেন কেমন একটা দীনতা, একটা বিষন্নতা, একটা অব্যক্ত দুঃখের ছায়া পতিত হইয়া মুখমণ্ডলকে মলিন, ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তবুও তাহা বড় গম্ভীর ও সুন্দর-দর্শন। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলে মানুষের মুখ যে রূপ আশা, উৎসাহ ও কমনীয়তা পূর্ণ হয় তাঁহার মুখও তদ্রূপ ছিল। তিনি যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন যদি কেহ তাঁহাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে পূর্ণিমার চন্দ্রের উপর দিয়া এক খানি মেঘ চলিয়া যাইবার মত, তাঁহার প্রশান্ত সৌম্য-দর্শন মুখের উপর দিয়া একটা বিজাতীয় মর্ম্মান্তিক ক্রোধ-ভ্রুকুটির ছায়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রকৃতি সংযত

করিয়া তিনি শান্তভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

যাহা হউক কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল পর দিন প্রত্যূষে মর্ম্মিয়ণ স্কটলণ্ড যাত্রা করিবেন ও পামার তাঁহার পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে যাইবেন। অনন্তর সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন।

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ।

(ক্রমশঃ।

উত্তেজনা।

১

নিদ্রিত মানব! জাগ একবার!
শোন জগতের ধ্বনি-হাহাকার!
পাপ-ভরা দৃশ্য, এ নিখিল বিশ্ব,
রোগ-শোকানলে হয় ছারখার!
উদ্ধারিতে তায় জাগ একবার!

২

নহে এ'সংসার ঘুমা'বার স্থান;
নও জড়পিণ্ড;—মানব-সন্তান!
জগতের হিতে, পরাণ সঁপিতে—
এ' ভবমণ্ডলে তব অবস্থান।
কর হে মানব! তারি অনুষ্ঠান!

৩

দিতে স্নেহ, প্রেম, সুত বনিতায়,
সবাইত পারে, কি গৌরব তায়?
ব্রহ্মাণ্ডের তরে, বিলা'তে যে পারে,
আপনার প্রাণ, বাখানি তাহায়;
মরধামে সেই (ই) অমরত্ব পায়!

৪

নিমীলিত আঁখি করি উন্মীলন,
বারেক জগৎ কর নিরীক্ষণ।
রোগ-শোক-জ্বালে, কলুষ অনলে
আহা! কত প্রাণী হতেছে দাহন!
কহি'ছ কি ক'রে অশ্রু সম্বরণ!

৫

স্নেহ, দয়া, প্রেমে গঠিত হৃদয়
তোমরা এ' বিশ্বে মানব নিচয়
কেমনে ছেড়েছ, কেমনে ভুলেছ
ভাই ভগিনীরে পাষাণের প্রায়!
দেখেও দেখ না, হায়! [illegible]!

৬

মানবের কাজ, কাজ বিং[illegible]
তাঁর (ই) কর্ম্মতরে এ' [illegible]ার!
তাঁর (ই) কাজ কর, অলসতা ছাড়,
সে নামে কলঙ্ক আনিও না আর!
ঘুমে অচেতন থাকিও না আর!
জাগ্ রে মানব! জাগ্ একবার!

মদালসা বা আদর্শ জননী।

সুবিখ্যাত বীর নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর তাঁহাকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত হইলেন কেন?" প্রত্যুত্তরে অসাধারণ প্রতিভাশালী নেপোলিয়ন বলিলেন, "ফ্রান্সের যদি ইংলণ্ডের মত মা থাকিত তাহা হইলে নেপোলিয়ন সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইত।" ইংলণ্ডের এত গৌরব এত মর্য্যাদা কেন হইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর নেপোলিয়ন অতি সুন্দররূপে দিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের রমণীরা বিশেষ রূ[illegible] শিক্ষিতা এবং বালক বালিকার শিক্ষার ভার মাতার হস্তে। পুরুষ বাহিরের কাজ লইয়া এত ব্যস্ত থাকেন যে বালক ব[illegible] শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রায় দৃ[illegible] করিবার অবসর থাকে না। ইংলণ্ডে ম[illegible]স্তে এই গুরুতর কার্য্যের ভার অ[illegible] বলিয়াই ইংলণ্ড আজ এত গৌরবের প[illegible]গ্রসর হইতে পারিয়াছে।

[illegible]মাদের দেশ যে এত হীন অবস্থায় প[illegible]তিত রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই [illegible] বালক বালিকার শিক্ষার ভার পিতা ম[illegible]তার মধ্যে কাহারও হস্তে নাই। সন্তানদি[illegible]গর শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই দেখা যায়, পুরুষেরা বাহিরের কাজ লইয়া ব্যস্ত, রমণীরা [illegible]হকার্য্যে নিযুক্তা, সন্তানদিগের শিক্ষারভার [illegible]য়তো কোন বেতনভোগী শিক্ষকের [illegible]স্তে। আমাদের দেশের রমণীগণ বালক [illegible]লিকাদিগকে শিক্ষা দিবার প্রণালী [illegible]নেন না বলিয়াই এইরূপ দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। বালক বালিকার শিক্ষা দেওয়া যে রমণীগণের সকল কার্য্যের মধ্যে প্রধান কার্য্য তাহা তাঁহারা ভাবেন না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্কন্ধে যে কি গুরুতর ভার অর্পিত হয় তাহা অনেকে কল্পনাই করেন না। অনেকে মনে করেন, "এখন আবার কি শিক্ষা দিব; আরো বড় হোক তখন সকল বিষয় শিখিবার উপযুক্ত হইবে।" কিন্তু তাহা নয়! ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদিগের শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেই জন্য মাতাই সন্তানদিগের ভাবী জীবন গঠনের প্রধান এবং প্রথম শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষিতা এবং ধর্ম্মপরায়ণা মাতার সন্তান যে সৎ হইবে ইহা স্বাভাবিক। যে মহাত্মা থিয়োডর পার্কারকে লইয়া আমেরিকা আজ এত গৌরবান্বিত, তাঁহার জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি একজন সুশিক্ষিতা এবং ধার্ম্মিকা মাতার সন্তান। তিনি গর্ব্বের সহিত এ কথা বলিয়া গিয়াছেন, "ধর্ম্ম আমার মাতার ত্যাজ্য সম্পত্তি।" এই কথা বলিবার তাঁহার বাস্তবিকই অধিকার ছিল।

যাহা হউক এই সকল মহৎ দৃষ্টান্ত আমরা বিদেশীয় জীবনী হইতে আলোচনা করিতেছি, আমাদের দেশে কি এমন কোন মহাত্মা নাই যিনি গর্ব্বের সহিত বলিতে পারেন যে "আমি এমন সুশিক্ষিতা ধর্ম্মপরায়ণা মাতার সন্তান বলিয়াই আজ আমি জগতে এ অমরতা লাভ করিয়াছি।" এই পরাধীন ভারতেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক দিন ছিল, যখন এই ভারত সুমাতার

জন্ত বিশেষ গৌরবের স্থল ছিল। প্রাচীন শাস্ত্র পুরাণাদি বিশেষরূপে পাঠ করিলে এই রূপ অনেক মহৎ দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ নামক একখানি পুরাণে মদালসা নামক রমণীর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে প্রাচীনকালে সন্তানদিগকে মাতা কি রূপ শিক্ষা দিতেন।

মদালসা দেবলোকের বিশ্বাবসু নামক এক গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা। রাজা শত্রুজিতের পুত্র মহাত্মা ঋতধ্বজ এই গন্ধর্ব্ব রাজবালার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি যেমন জ্ঞানী, ধর্ম্ম পরায়ণ এবং প্রতিভাশালী রাজা ছিলেন, মদালসাও তাঁহার উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। জ্ঞানধর্ম্ম তাঁহার জীবনের প্রধান সঙ্গিনী ছিল। সংসারে থাকিয়াও তিনি কি রূপ ভাবে সংসারে অনাসক্ত ছিলেন, এবং নিজ জীবনে কি রূপে বৈরাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার সন্তানদিগের শিক্ষা প্রণালী আলোচনা করিলেই উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁহার ৩টী পুত্রকে এরূপভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে ৩টী পুত্রের মধ্যে কেহই সংসারী হন নাই। রাজার পুত্র হইয়া বিলাস এবং সুখের কোমল শয্যায় প্রতিপালিত হইয়াও, তাহারা মাতৃদত্ত শিক্ষার গুণে, সেই সমুদায় পার্থিব সুখ পদে দলিত করিয়া, সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যথার্থ সুখের অধিকারী হইয়া সুখে দিন কাটাইয়াছিলেন। আমরা হয়ত বলিব, এ কিরূপ শিক্ষা? রাজার ছেলে কত সুখে থাকিবে তা না সংসারধর্ম্ম ছেড়ে কোথায় বনে বনে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে। মার প্রাণ এমন কঠিন। কিন্তু মদালসার প্রাণ কি কঠিন? তিনি কি সন্তানদিগকে স্নেহ করিতেন না? আমরা ভাবিতে পারি না সত্য যে, মা হইয়া কি করিয়া সন্তানদিগকে রাজ্যসুখভোগ হইতে দূরে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। কিন্তু মদালসা নিজ জীবনে যথার্থ সুখের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। সার ধন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জানিয়া শুনিয়া কোন্ প্রাণে সন্তানদিগকে অসার ধন ও সুখের অধিকারী দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তাই তিনি নিজ সন্তানদিগকে সারধনের অধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন।

ক্রমান্বয়ে যখন ৩টী পুত্র এই রূপে ধর্ম্মলাভের আশায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, তখন [illegible]জা ঋতধ্বজের অলর্ক নামক কনিষ্ঠ পুত্র [illegible]ত শিশু ছিলেন। ৩টী পুত্রকে অরণ্যবাসী হইতে দেখিয়া রাজা ঋতধ্বজ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এবং চিন্তা করিয়া দেখি[illegible] মদালসার শিক্ষায় যখন ৩টী পুত্রই [illegible] শ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনচারী হইয়া [illegible] এই কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ক যে সংসারে থ[illegible] তাহারই বা বিশ্বাস কি? এবং এই পু[illegible]দ সংসারে না থাকে তবে এ রাজবংশ [illegible]শ হইবে। এই চিন্তা করিয়া রাজা ঋতধ্ব[illegible] মদালসাকে কহিলেন, "তুমি আমার ৩টী পুত্রকেই সন্ন্যাসী করিয়া দিলে, কে আমা[illegible] এই বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইবে? যাহা হউক তুমি এই শিশু অলর্ককে আর বৈরাগ্য শিক্ষা দিও না। ইহাকে ক্ষত্রিয়োপযোগী শিক্ষা দাও, যাহাতে এই পুত্র রাজ্যের উপযুক্ত রাজা হইয়া প্রজাপালন করিতে এবং রাজ্যরক্ষা করিতে পারে ইহাকে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দাও।

তখন মদালসা উত্তর করিলেন, "মহা

রাজন্! আপনার ইচ্ছানুসারে এই সন্তানকে শিক্ষা দিব। কিন্তু ধর্ম্মই যখন সার পদার্থ এবং ঈশ্বরই যখন সকল মানবের এক মাত্র সুখ ও শান্তির স্থল, তখন আমি জানিয়া শুনিয়া কি রূপে ইহাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানে উদাসীন থাকিব? সংসার যে কি রূপ বিপদসঙ্কুল স্থান তাহাত আপনার অবিদিত নাই, তবে আমি মা হইয়া এই বিপদসঙ্কুল স্থানে তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞানহীন অবস্থায় রাখিয়া কি রূপে নিশ্চিন্ত থাকিব? যাহা হউক আপনার উপদেশ অনুসারে আমি তাহাকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্রহ্মজ্ঞান সকল বিষয়েই শিক্ষা দিব।”

ক্রমে অলর্কের বয়োবৃদ্ধি সহকারে মদালসার কর্ত্তব্যভার শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এত দিন তিনি সাধারণ জননীর [illegible]ল মাত্র লালন পালন করিয়াই [illegible]ছলেন। কিন্তু এখন একদিকে যে [illegible]শীলা জননী হইয়া কত ভালবাসিতে [illegible]দের যত্ন করিতে লাগিলেন তেমনি [illegible]কে কর্ত্তব্যপরায়ণা গুর্ব্বী ও শিক্ষয়িত্রী [illegible]নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়া [illegible] জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত করিতে লাগি-[illegible]

মদালসা [illegible] রূপ শিক্ষিতা রমণী ছিলেন তাহা তাঁহার সন্তানদিগের শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি তত্ত্বজ্ঞান, সকল বিষয়েই তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল। তিনি বালক অলর্ককে যেমন উপযুক্ত রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন, সেইরূপ সাধ্বী গুর্ব্বী হইয়া তাঁহার প্রাণের ধর্ম্মভাব সকল উদ্দীপিত করিয়া দিতে লাগিলেন। কয়জন জননী নিজঃসন্তানকে মদালসার ন্যায় সকল বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন।

তিনি বলিলেন,—

ধন্যোসিরে যো বসুধামশত্রু
রে কশ্চিরং পালয়িতাসি পুত্র।
তৎপালনাদস্থ সুখোপভোগ
ধর্ম্মাৎ ফলং প্রাপ্স্যাসি চামরত্বং।

হে পুত্র! তুমি শত্রুহীন হইয়া একাকী পৃথিবী পালন করিয়া ধন্য হও। এই পৃথিবী পালন হইতেই তুমি যথেষ্ট সুখভোগ করিতে পাইবে এবং ধর্ম্ম হইতে তাহার ফলস্বরূপ অমরত্ব লাভ করিবে।

যজ্ঞৈরনেকৈর্বিবুধানজস্র
মর্থৈর্দ্বিজান্ প্রীণয় সংশ্রিতাংশ্চ
স্ত্রিয়স্ত কামৈরতুলৈশ্চিরায়
যুদ্ধৈশ্চারীং তোষয়িতাসি বীর।

যজ্ঞের দ্বারা পণ্ডিতদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণ এবং আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অর্থ প্রদান করিয়া আনন্দিত করিবে। স্ত্রীলোকদিগের বাসনা শীঘ্র পূর্ণ করিবে। এবং যুদ্ধের দ্বারা শত্রুদিগকে সন্তুষ্ট করিবে।

এইরূপে তিনি অলর্ককে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, তাঁহার উপদেশে এই দেখা যাইতেছে যে, তিনি সকলকেই সুখী করিতে উপদেশ [illegible] তবে, যে যে[illegible] প্রার্থী। শত্রুকেও সুখী করিবে কিসের দ্বারা? যুদ্ধের দ্বারা।

মদালসা যেমন শৈশবকাল হইতেই অলর্ককে নানা বিষয়ে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে লাগিলেন অলর্কও সেইরূপ নিজের অসাধারণ বুদ্ধিবলে সকল বিষয়েই আয়ত্ব করিতে লাগিলেন। ক্রমে অলর্ক শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন তখন

অলর্ক এক দিন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "মাতঃ! ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য কি কর্ত্তব্য আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।"

মাতা বলিলেন, "বৎস! প্রজানুরঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাদিগকে সুখী করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে। যেখানে ধর্ম্মের অভাব, সেইখানেই স্বার্থপরতা স্থান পায়, সেই জন্য নিঃস্বার্থভাবে জীবনের কর্ত্তব্যপালন করা উচিত তাহাতেই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়। সর্ব্বাগ্রে ছয় রিপুকে দমন করিবে। তৎপরে মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গকে জয় করিবে। ইহাদিগকে জয় করিবার পর পুরবাসীদিগকে বশীভূত করিবে। যে রাজা ইহাদিগকে বশীভূত না করিয়া শত্রুদিগকে জয় করিতে নিযুক্ত হন তাঁহার দ্বারা শত্রু জয় অসম্ভব। অতএব হে পুত্র! তুমিও এইরূপে সকলের উপর আধিপত্য লাভ করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

কীটস্ত ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ বিপক্ষে মনুজেশ্বর।
চেষ্টাং পিপীলিকানাঞ্চ কালে ভূপপ্রদর্শয়েৎ॥

শত্রুর সম্মুখে কীটের কার্য্যের অনুসরণ করিবে। এবং পিপীলিকার নিকট সচেষ্ট হইয়া কার্য্যকৌশল প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিবে। পিপীলি[illegible] রূপ, যে কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা সম্পন্ন না করিয়া নিবৃত্ত হয় না, তুমিও সেইরূপ যে কার্য্য আরম্ভ করিবে তাহাও সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

এইরূপে যখন মদালসা দেখিলেন কুমার অলর্ক উপযুক্ত রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। ক্রমে কিছু দিন অতীত হইলে অলর্ক পুত্র সন্তান লাভ করিলেন। তাঁহার অমায়িকতা সচ্চরিত্রতা এবং দয়ালুতার গুণে ক্রমে সকল প্রজাই তাঁহার একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। তখন বৃদ্ধ রাজা ঋতধ্বজ অলর্ককে বলিলেন, "বৎস! আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, আসন্নকাল কোন্ দিন উপস্থিত হইবে জানি না। আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর, আমরা নিশ্চিন্তমনে যোগাভ্যাসে অবশিষ্ট কাল যাপন করি।" এই বলিয়া বৃদ্ধরাজা অলর্কের উপরে স্বীয় রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিণী মদালসার সহিত বনে গমন করিলেন। বন গমনকালে মদালসা স্বীয় পুত্র অলর্ককে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'বৎস! সংসার শোক ও দুঃখের আগার। যখন সাংসারিক শোকে ও দুঃখে চিত্ত নিতান্ত বিকল হইবে, তখন [illegible] স্বীয় লিখিত উপদেশটী স্মরণ করিবে [illegible] বলিয়া স্বীয় অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয়টী [illegible] অলর্ককে প্রদান করিলেন।

পরে অলর্ক রাজসিংহাসনে আ[illegible] করিয়া, মাতৃপ্রদত্ত উপদেশানুসারে [illegible] পালন, শত্রু দমন করিয়া এবং দান ধ্য[illegible] প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া [illegible] ও শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন। একবার সাংসারিক বিপদ ও সংগ্রামে পতিত হইয়া যখন তাঁহার মন ঘনতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, চিত্ত অশান্ত হইয়াছিল, তখন মাতৃপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়তে লিখিত উপদেশের কথা স্মরণ হইল, তাহাতে এই লেখা ছিল। "মনুষ্য সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, যদি তাহাতে নিতান্তই অসমর্থ হও, তবে সাধুসঙ্গে বাস করিবে। সকল কামনা ও বাসনা পরিত্যাগ

করিবে, যদি তাহাতে অসমর্থ হও তবে মুক্তি লাভের জন্ত কামনা করিবে। ইহাই বিবাদপূর্ণ অশান্তিময় সংসারের শান্তিও সুখলাভের একমাত্র মহৌষধ।”

বঙ্গদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনোপায়।

কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন, “জাতীয় ভাব সম্মিলন প্রবণতারই নামান্তর অথবা পরিপাক। যে কোন উন্নতিশীল সভ্যজাতির দৃষ্টান্তেই একথার সত্যতায় বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। ইয়োরোপীয়দিগের ইহা এত অধিক যে বিদেশে একটী মাত্র মিশনরীর হত্যায় সমগ্র সমাজ আন্দোলিত হইয়া উঠে, এবং হয়ত এই একমাত্র অপরাধসূত্রেই [illegible] দশেরই স্বাধীনতা-রবি চিরদিনের জন্ত [illegible] হইয়া যায়। স্বজাতীয় একজনের [illegible] এইরূপ সমাজব্যাপী আঘাত প্রাপ্তি [illegible] প্রবণতা হইতেই জন্মে এবং ইহা না থাকিলে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না। সম্প্রতি এ দেশে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন কালে গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকেন, “ইহাত তোমদের দুই চারি জন উচ্চশিক্ষিতের কথা, দেশের সর্ব্বসাধারণের অভিমত এরূপ নাও হইতে পারে।” তখন কি কোন প্রতিনিধি তাহার প্রতিপাদ করিতে পারেন? আন্দোলন বৃথা হইয়া যায়। সম্মিলন প্রবণতার অভাবই ইহার কারণ। কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন কোন কারবার চালান বিদ্যাচর্চ্চা ইত্যাদিও সম্মিলনের [illegible] ভাবে নিষ্ফল হয়। দেশী বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ সর্ব্বদাই এ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। তন্তবায়দিগের মধ্যে যদি সম্মিলিত কারবার থাকিত, তাহা হইলে বহু পুরাতন বস্ত্রশিল্পের এ দেশে এত শোচনীয় দশা না হইতেও পারিত। ইণ্ডিয়ান ম্যাচ্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইত্যাদি সম্প্রতি যে সকল কারবারের চেষ্টা হইয়াছিল তাহাদেরও এরূপ অকাল মৃত্যু দেখিতে হইত না। অতি ক্ষুদ্র কাজও যে সম্মিলন ব্যতিরেকে সাধিত হইতে পারে না। সামান্ত একটী আল্‌পিন গড়ায় প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তটাই তাহার উদাহরণ। বাস্তবিক সম্মিলন শক্তিহীন দেশ বুদ্ধিমান্ হইয়াও পরপ্রত্যাশী, শস্যশ্যামল হইয়াও নির্ধন। বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতবর্ষই ইহার দৃষ্টান্ত। এই একান্ত প্রয়োজনীয় সম্মিলন প্রবণতা অথবা স্বজাতীয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সদ্ভাব, স্বজাতীয় প্রতি অনুরাগ, বাধ্যতা এবং ধৈর্য্য এই তিনটী গুণ হইতে জন্মে। এই কয়েকটী গুণই আমাদের আয়ত্ব করিতে হইবে।

কিন্তু বঙ্গদেশে অসাম্প্রদায়িক সম্মিলনের কথা ভাবিলে প্রথমে বড়ই অসম্ভব এবং দুরাশা বলিয়া বোধ হয়। যেখানে হিন্দু হিন্দুর অন্ন স্পর্শ করে না, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আপনাদের অতি সঙ্কীর্ণতম গণ্ডীর বাহিরে কখন বৈবাহিক বন্ধনে বদ্ধ হয় না, এক স্থানের অধিবাসী অপর স্থানের ভাষা পর্য্যন্ত সম্যক্ বুঝিতে

না পারিয়া বিদেশী বলিয়া জ্ঞান করে এবং আচার ব্যবহার সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, সেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মী সম্প্রদায়ের সদ্ভাব নিতান্তই কল্পনামূলক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এক হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং তদন্তর্গত শূদ্র জাতিরই শ্রেণী ভেদের বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এক স্থানে বাস করায় সার্থ-সংঘর্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলহ, বিদ্বেষ জন্মিবার পথ মুক্ত থাকে অথচ এইরূপে আচার ব্যবহার ধর্ম্ম সকল বিষয়ে ঐক্যহীনতায় সদ্ভাবের পথ সদা রুদ্ধ। তাহাতে প্রাকৃতিক তাপাধিক্যে স্বতঃই এখানে কিছু জমাট বাঁধিতে পারে না। ভারতের সংহতি বলের অল্পতা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই প্রসিদ্ধ এবং দীর্ঘ বৈদেশীক অধিকার তাহার অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত।

কিন্তু প্রতিকূল কারণের সংখ্যা যত অধিকই হউক না কেন সম্প্রতি আমরা এক অখণ্ড বৃটিশাধিকারের ছায়াতলে সকলেই সমানভাবে বাস করিতেছি এবং বৃটিশপ্রজা এই সাধারণ সংজ্ঞায় সকলেই সমানভাবে অভিহিত হইতেছি। আমাদের সম্মিলনের যদি আর কোন কারণ না থাকে এই মহাসাম্যই আমাদের সদ্ভাববদ্ধ করিবার দৃঢ়রজ্জু হইতে পারে। আমাদিগের কংগ্রেসের দর্শন লাভও ইহারই ফলে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সদ্ভাব প্রথিত হওয়ার এরূপ সুযোগ থাকিতেও যদি প্রত্যেক প্রদেশবাসী সম্মিলিত হইতে যত্ন না করেন তবে বৎসরের মধ্যে কয়েকটী মাত্র দিবস ব্যাপী মহামান্য কংগ্রেসের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তায়ও সন্দেহ উপস্থিত হয়। বৈদেশীকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়াই তাহার এক মাত্র ফল দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এখানে প্রাদেশিক সমিতিও আছে, কিন্তু তাহাতেও কেবল বৎসরের কয়েকটী দিবস ব্যাপিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্র হইয়া থাকে। ইহাও অতি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু কোন একটী প্রদেশের সর্ব্বসাধারণকে সদ্ভাব বদ্ধ করিতে হইলে ইহা অপেক্ষাও নানা রূপে অধিক চেষ্টা করার প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে এই রূপ সম্মিলনের বিষয়ই আমাদের বক্তব্য, এবং এ সম্বন্ধে এখানকার পক্ষে যাহা বলা যায় তাহা অনেকাংশে অপরাপর প্রদেশ সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য [illegible] প্রদেশে সে রূপ চেষ্টা আরম্ভ হইলে [illegible] প্রদেশেও সহজেই তাহা অনুকরণ [illegible] পারিবে। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণ ধর্ম্ম [illegible] সমগ্র বঙ্গদেশেই বা অসাম্প্রদায়িক সদ্ভাবস্থাপন কি রূপে করা যাইতে পারে। যদিও রাজনৈতিক সাম্যে আমরা অনেক পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইতে পারি কিন্তু সামাজিক অনৈক্য বিদ্বেষাদির প্রভাবও সামান্য নহে। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে আমরা স্ব স্ব ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সম্মিলিত হইতে পারিব। কিন্তু এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে শিক্ষার বহুল বিস্তারের একান্ত প্রয়োজন এবং উদারসদ্ভাব স্থাপনকল্পে কলিকাতায় একটি মূল সভার প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ।

৩৩
A2 5
A 5476

অন্তঃপুর।

মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

A MONTHLY JOURNAL

পলক ফেলিতে ওই জীবন ফুরায়ে যায়।
তিলে তিলে মাস বর্ষ অতীতে মিশায় কায়॥
কোথায় আশার শান্তি, কোথা তৃপ্তি প্রাণময়ী।
কোথায় কর্ত্তব্য-জ্ঞান, উজ্জল ভুবনজয়ী॥

৩৩

য় বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩০৫, চৈত্র।	২য় ভাগ।
সংখ্যা	MARCH. 1899.	প্রথম কল্প।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কার্জ্জন কন্যা ছুটী লইয়া সিমলা-
নন করিয়াছেন।

ম্বাই সহরে প্লেগের প্রকোপ আবার
াইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় প্লেগ
দিয়াছে, এবং ধীরে ধীরে মৃত্যু সংখ্যা
প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু রোগীকে ধরিয়া
বার নিয়ম না করাতে কলিকাতাবাসীগণ
ার নিশ্চিন্ত আছেন।

১৯০০ অব্দে প্যারিসে যে মহামেলা হইবে
হা ১৫ই এপ্রিল আরম্ভ হইবে, ৬ মাস ২০
ন ধরিয়া চলিবে।

প্রায় ৩০ হাজার স্ত্রী কেরাণী কার্য্য করেন।

সারভিয়াপ্রদেশে ১৩০০০০ জনসংখ্যার
৫৭৫ জন ব্যক্তির বয়স ১০০ শত বৎসরের
অধিক। ডেনমার্ক দেশে এইরূপ দীর্ঘজীবি
মাত্র ২ জন। সুইজার্লাণ্ডপ্রদেশে একা
শতায়ু নাই।

আমাদের দেশে উল্কীর প্রচল
ছিল এবং কোন কোন স্থানে এখনও দেখ
যায়। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই উল্কীপ্রিয়তা
ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু সুসভ্য আমে-
রিকাদেশে এখনও উল্কীর প্রচলন আছে।

...কার উষ্ণীষ দ্বারা নিজ দেহ ...। উল্কী পরিতে তাঁহার

... -১১৮৪৯ ... দেখিতে, গিয়া- ...জন পুরুষ ও ২২০ জন ...বাসী এবং ৩১২৫২ জন ... স্ত্রীলোক ভারতবাসী। ...দেশে বিবাহ যোগ্যা কন্যার পিতা ...সংগ্রহের এক বিচিত্র ব্যবস্থা করেন।

তাহাতে অর্থ ব্যয় নাই অমূল্য সময়ের ... অপব্যয় হয় না। ব্যবস্থাটী এই,— ... উপরিভাগে একটী কলসী রাস্তারদিকে ... ফিরাইয়া রাখা হয়। এমন স্থানে ... স্থাপিত থাকে যাহাতে পথের সকল... কলসী দেখিতে পায়। কন্যার বিবাহ... গেলে কলসীটী রাস্তার দিকে পিছন ... রাখা হয়। রাস্তা হইতে কলসীর সম্মু... দেখিয়া বিবাহার্থীগণ সেইখানে উ... হয়।

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী।

যে দেশে লীলা, খনা, গার্গী প্রভৃতি রমণীগণ এক সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশ, সেই ভারত আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখন ভারতের সেই সকল গৌরব লুপ্ত প্রায়। এখন ভারতের নারীজাতি সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃতা, অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্না। পুরাতন ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের তুলনা করিলে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু এমন দুর্দ্দিনেও আমাদের ভগ্নী পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর নাম করিতে আনন্দ বোধ হইতেছে।

যিনি অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের ...ল করিয়া রহিয়াছেন; এমন কি সুদূর ...র্য্যন্ত নিজের কার্য্যক্ষেত্র এবং ...বিস্তারিত করিয়াছেন আজ তাঁহার কথা কিছু লিখিব।

এই দুঃখের দিনেও পণ্ডিতা আমাদের প্রাণে কতকটা আশার সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও উৎসাহ উদ্যমের কথা ...র্য হয়।

রমাবাই যে এত উন্নতি লাভ ক... তাহা কেবল তাঁহার পিতামাতা... যে বীজ রমার পিতা বপন করি... তাহাই রমার জীবনে বৃক্ষরূপে ... হইয়াছে। রমার পিতার নাম অনন্ত... এবং মাতার নাম লক্ষ্মীবাই ছিল। ... পিতা সমুদয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া ... অনাহারে দিন কাটাইয়া ঘো... ব্যাঘ্র, ভল্লুকের মুখে গৃহ নির্ম্মাণ ক... দেশে ঘুরিয়া যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে... চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই যেন ... জীবনে প্রতিফলিত দেখিতেছি। রমা... উৎসাহের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে লা...লেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবনের উপর দুঃখের ছায়া পড়িতে লাগিল, তবুও তিনি স্থিরভাবে নিজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রমার পিতা একটী পুত্র এবং রমাকে রাখিয়া পরলোকে গমন করিলেন। কিছু দিন পরে বিধবা জননীও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। রমা মাতা...

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়। ইহার মত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন তৈল আর নাই। জবাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি, জবাকুসুম তৈল মস্তকের স্নিগ্ধকর, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহৌষধ, জবাকুসুম তৈল কেশের পরম হিতকর।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাশুলাদি ।৶০ আনা, ভিঃ পিতে লইলে ১৷৹। ডজন ১০৲ টাকা মাশুলাদি ২৷০ টাকা।

—:∘:—

শ্রীযুক্ত স্যার অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—জবাকুসুম তৈল মাথা ধুবার বিশেষ উপকার করে। ইহা ব্যবহারে সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে।

অমর রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর C. S. I. লিখিয়াছেন—জবাকুসুম তৈল কেশের ও মস্তকের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত আর, সি, দত্ত C. S. C. I. E. Bar-st-law লিখিয়াছেন—ইহা সুগন্ধি উপকারী ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকর।

শ্রীযুক্ত অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—জবাকুসুমতৈল আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। ইহা আমি প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই তৈল সমস্ত শরীরের ও মস্তকের স্নিগ্ধ কর।

শ্রীযুক্ত অনারেবল জষ্টিস অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—জবাকুসুম তৈল মস্তক শীতল রাখে এবং নিদ্রা বৃদ্ধি করে। ইহাতে আমি মহান উপকার পাইয়াছি।

কংগ্রেসের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ভুবন বিখ্যাত মাননীয় শ্রীযুক্ত ওয়াচা সাহেব বলেন—এই উৎকৃষ্ট তৈলের স্নিগ্ধকারক ও কেশবর্দ্ধক গুণের বিষয় মুক্তচিত্তে বিজ্ঞাপিত করিতেছি।

বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্তঅনারেবল লালমোহন ঘোষ Baratlaw মহোদয় লিখিয়াছেন—যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট কেশরঞ্জ তৈল ব্যবহার করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে দ্বিধাশূন্য হইয়া এই তৈল ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারি।

সুরবল্লী কষায়।

এই দেশীয় সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার কণ্ডু, বাত, উপদংশ, দদ্রু, সর্ব্ব প্রকার চর্ম্মরোগ, পারাবিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয় নিরাকৃত হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা ও ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতি দূরীভূত এবং শরীর সবল, পুষ্ট ও চিত্তপ্রফুল্ল হয়। ভারতবাসীর পক্ষে বিলাতী সালসাপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী ও উপযোগী।

সুরবল্লী কষায় সকল সময় সকল ঋতুতেই বালক বৃদ্ধ বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। যাঁহাদের উপদংশ (গর্ম্মি) পীড়া হইয়াছিল বা যাঁহাদের শরীরে পারদ বিষ (পারা) আছে, তাঁহাদের শোণিত নির্দ্দোষরূপে পরিষ্কৃত করিতে হইলে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করা একান্ত উচিত। দিন কতক সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিয়া প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নিম্নে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পারদরেণু পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্তপরিষ্কারক ঔষধ।

এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা। মাশুলাদি ৸৶০ আনা, ভিঃ পিতে লইলে ২৷০ টাকা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বর্ণঘটিত-মকরধ্বজ।

কবিদের আদরের ধন, আয়ুর্ব্বেদের মহৌষধ। বিশুদ্ধ রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত। মাত্রা ১ তোলা ২৪ টাকা। আমাদের মকরধ্বজ ভারতের সর্ব্বত্রই সমাদৃত।

কেশরঞ্জন তৈল।

মাথাঘোরা ও মাথার টাক নিবারণে বিশেষ শক্তিশালী। সুগন্ধেও মনঃ প্রাণ মাতিয়া উঠে। মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ইহা অদ্বিতীয়। উকিল, মোক্তার, অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। অসংখ্য প্রশংসাপত্র। ১ শিশির মূল্য ১ টাকা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৵০ ছয় আনা। ভিঃ পিতে ১।০ দেড় টাকা।

অশোকারিষ্ট।

রক্ত প্রদরাদি স্ত্রীরোগে মন্ত্রশক্তিসম্পন্নবৎ কার্য্য করে। বহুপরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত। ১ শিশি ঔষধ ও ১৬টী বটিকার মূল্য ১।০ টাকা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৵০ আনা ভিঃপিতে ২।০।

কর্পূরারিষ্ট।

এখন বাঙ্গালাদেশে বড় দুঃসময়। ঘরে ঘরে কলেরার প্রকোপ। গৃহস্থ সর্ব্বদাই শঙ্কিত। আমাদের কর্পূরারিষ্ট বহু পরীক্ষায় কলেরার অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা বাজারের ক্যাম্ফর ক্লোরোডাইন অপেক্ষাও শক্তিসম্পন্ন। সকলের ঘরে রাখা উচিত। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা ডাঃমাঃ প্যাকিং কমিশন ।৵০ আনা।

ক্রিমিঘাতিনী বটিকা।

ক্রিমির অনিষ্ট-শক্তি।— ক্রিমিরোগ হইতে, নানাবিধ রোগ উৎপত্তি হইতে পারে। ক্রিমি হইতে জ্বর, মূর্চ্ছা, প্রদাহ, মুখদিয়া জল উঠা নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মলদ্বারে কণ্ডুয়ন, উদরাময়, সর্ব্বদা গা বমি করা, মূর্চ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মহাব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

আমাদের ক্রিমিঘাতিনী বটীকা শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে প্রস্তুত। ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণবীর্য্য ও পাকস্থলীর অনিষ্টকারক কোন পদার্থ কিছুই নাই। অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহারই জোরে আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের ক্রিমিঘাতিনী বটিকা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বড় ও মলাশয়ের ছোট ক্রিমি সমস্ত বিনষ্ট হয়। ক্রিমিদোষ জন্য পেটফাঁপা, অজীর্ণ, মুখ দিয়া জল উঠা, মুখে দুর্গন্ধ, বমি করিবার ইচ্ছা ও মূর্চ্ছাদি বিনষ্ট হয়, পাকযন্ত্রের ক্রিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠকে পরিষ্কৃত ও নিয়মসংমোদিত করে ও মলের সহিত সমস্ত ক্রিমি বাহির করিয়া দেয়। এক কৌটা দাম ।।০ আট আনা। ভিঃ পিতে লইলে ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

১৮।১, নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার; কলিকাতা।

পণ্ডিতা রমাবাই ।

ত্যুর পর বড়ই শোক পাইলেন। বিশেষতঃ অর্থাভাবে এবং লোকাভাবে মাতার শবদেহ সংকার করিতে পারেন নাই এমন সময় দুই জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণবংশীয় যুবক তাঁহার সাহায্য করেন এবং শব সংকার করেন। রমা এত দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়াও নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করেন নাই। নিজের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান নাই। প্রাণপণে জীবনের উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ঢাকায় আসিয়া তাঁহার নিরাশ্রয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ সহোদরটীকে হারাইলেন। রোগশয্যায় পড়িয়া সহোদর যখন কাঁদিতেন এবং বলিতেন, "আমি গেলে তোমার দশা কিহইবে?" তখন বিশ্বাসিনী রমা বলিতেন, "দাদা ভাবিও না, ভগবান্ যাহার সহায় তাহার কিসের বিপদ কিসের দুঃখ?" তাঁহার বিশ্বা সানুরাগ দেখিয়া, তাঁহার সহোদর মৃত্‌ কালেও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারি ছিলেন।

কিছু দিন পরে তিনি শ্রীহট্ট জিলাে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই অপরিচি প্রদেশে নিজের অলৌকিক প্রতিভা ও সুন্দ

বক্তৃতাশক্তির দ্বারা সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীহট্টজিলার অন্তর্গত লাড়ুগ্রাম নিবাসী বিপিনবিহারী দাস এম, এ, বি, এল, এর সহিত রমাবাই পরিণয় পাশে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছিল। রমাবাই এবং তাঁহার স্বামীর প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহারে তাদৃশ
না, সেই জন্য রমা ব্রাহ্মণবংশীয়া
য়াও সাহা জাতীয় যুবককে
ছিলেন।

র মাত্র ১৯ মাস কাল তাঁহার
লেন। দুরারোগ্য বিসূচিকা
ণত্যাগ করিলেন। সেই
কন্যা রমার অবলম্বন
বিধবার বেশে কন্যাটীকে
দেশে ফিরিয়া আসিয়া
র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।
কা প্রচারের জন্য "আর্য্যমহিলা
ামে এক সভা এবং স্থানে স্থানে
াসভা স্থাপন করিলেন। রমা বুঝিয়াছিলেন সংসারের সুখ তাঁহার অদৃষ্টে নাই, সেই জন্য সমদুঃখিনী অভাগিনী নারী জাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলে বোম্বাইয়ের সমুদায় লোকে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিল এবং স্থানে স্থানে সভা স্থাপি
হইল। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া রমাবা
দেখিলেন তাঁহার কিছুই শেখা হয় নাই, আরে
অনেক শিখিতে হইবে, তাঁহার প্রাণ আকু
হইয়া উঠিল। ইংরাজীভাষা শিখিবার জন
তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সেইখানে
"সেণ্টমেরী হোমে" ভগিনীগণ কর্ত্তৃক সাদর
গৃহীত হইলেন। এই স্থানে তিনি তাঁহা
কন্যাটীকে লইয়া ১৮৮৩ সালে খৃষ্টধ
দীক্ষিত হন।

সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থা
যাইয়া সেই সেই দেশীয় সমুদায় ভাষা
করিয়া নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়া
দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দে
১৮৮৯ সালে ১১ মার্চ্চ তারিখে
অসহায়া দুঃখিনী বিধবা রমণীদে
সারদাসদন নামে একআশ্রম স্থাপন করে
যে দেশে বহুদিন ধরিয়া স্ত্রীজাতি অজ্ঞান
কারে হীনাবস্থায় পতিত রহিয়াছে,
দেশে পণ্ডিতা রমাবাই নিজের প্রতিভা
নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়া ভারত
মহিলাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যদি
রমাবাই খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছেন তবুও তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতির আদরণীয়া এবং আদর্শস্থানীয়া।

ক্ষুদ্র ষ্টীমার।

এক দিন সকালবেলা গঙ্গাস্নান করিতে
ছি, ঘাটে আরও অনেকে স্নান করি-
হ। কত নৌকা জলের উপর ভাসিতেছে
তেছে, পাল তুলিয়া দাঁড় বাহিয়া চলি-
। খানিক পরে দেখি যে একখানা
জলযান ধীরে ধীরে ভাঁটা ঠেলিয়া
নদিগে অগ্রসর হইতেছে। এ খানিতে
নাই, দাঁড় পড়িতেছে না, বাষ্প উড়ি-
না, কিন্তু তথাপি কি রূপে চলিতেছে
ত কৌতূহল হইল, কিয়ৎক্ষণ দেখিতে
ত বুঝিলাম যে এই বৃহৎ জলযানখানির
পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার রহিয়াছে
সই ষ্টীমারখানাই ইহাকে টানিয়া লইয়া
ছ।

ষ্টীমার ও জলযান দেখিয়া আমার
া তরঙ্গ উঠিল। বাড়ী আসিয়াও
র নিবৃত্তি নাই। ভাবিলাম এই
আমাদের সংসারেও নিয়ত এইরূপ
টিয়া থাকে। ঐ যে পুরুষ সংসারে
ভিতে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে সকল প্রকার
কূল স্রোতের বিপরীত দিকে চলিয়াছে,
র প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট চিত্তের কিছু মাত্র
ক্রম হইতেছে না, কোন মতেই নিজের
ভ্রষ্ট হইতেছে না, ঐ শক্তির পাশে কে
ছ জান কি? মহিয়সী নারী শক্তি উহার
র্ধ বিদ্যমান। তুমি তাহা দেখিতেছ না,
দৃষ্টিতে তোমার বোধ হইতেছে পুরুষ
একাই চলিয়াছে, আর কখন বা তাহার
কলাপ দেখিতেছ ও বিস্মিত হইয়া
তেছ, "তাইতো এ লোকটা যে কোন
বিঘ্ন মানে না, আপন মনে, আপন
পথে ক্রমাগত চলিয়াছে, এমন শক্তি এ কোথায় পাইল?" বিস্মিত হইও না। তুমি দেখিতে পাও আর না পাও ইহার মূলে নারী শক্তি বিদ্যমান। মাতৃরূপেই হউক, পত্নী-রূপেই হউক, অথবা কন্যা কিম্বা ভগিনী-রূপেই হউক কোন না কোন রূপে নারী-শক্তি এই বিস্ময়কর পুরুষ শক্তির মূলে কারণ রূপে বিদ্যমান। জগতে যে সকল মনিষী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের জীবনের যাহা কিছু বিশেষত্ব সে সমস্তই নারীশক্তি প্রসূত। মহৎ লোকের কথা কেন বলি, তোমার ঘরের আশে পাশে চাহিয়া দেখ দেখি, এমন কে পুরুষ আছে, যাহার জীবনের বিশেষত্বের মূলে নারীশক্তি নাই? পুরুষ খাটে খায়, জগতে বিচরণ করে; লোকে ভাবে সেই বুঝি সব করিতেছে; কিন্তু না না, তাহা নয়, সে একটী অসার জড়পিণ্ডবৎ পদার্থ হইয়া থাকিত, যদি সে জন্মকাল হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত একরূপে না একরূপে নারীশক্তির দ্বারা পরি-চালিত না হইত। পাঠক! তুমি পুরুষ আমার কথায় রাগ করিও না, তোমায় তাচ্ছল্য করিতেছি না, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ যে কথাটী সত্য কি না। পাঠিকা! তুমি মনে করিও না যে, আমি অবলা রমণীর বল বর্ণনা করিয়া তোমার তোষামোদ করি-তেছি। বায়ু, জল কিম্বা অগ্নি ইহাদের কোন-টীর মধ্যেই কোন রূপ কঠিন পদার্থ নাই। কিন্তু ইহাদের শক্তিতে জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিয়া থাকে, তাই লোকে কথায়

বলে "নিছেড়ের বল বেশী।" অর্থাৎ যাহারা হাড়বিহীন তাহাদের প্রতাপ বড় বেশী। সুকুমারী কোমলাঙ্গী রমণী ভিতরে ভিতরে কি মহাশক্তি ধারণ করিয়া আছেন, তিনি যে ইচ্ছা করিলে কি মহাপ্রলয় ঘটাইতে পারেন, এবং যে কি রূপে পুরুষের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহার জীবনকে চালাইতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দে- বার বিষয়, বিস্মিত হইবার বিষয়। পা- পাঠিকা! আমি আর কত বলিব? তো- নিজেরাই একবার অনুধাবন করিয়া না?

শ্রীমতী স্বর্ণলতা চৌধুরী

পতিতা।

খরতর এ নিদাঘকালে,
কে তুমি বসিয়ে তরুতলে?
এলাইত কেশরাশি,
চুম্বিছে চরণে আসি,
মসিমাখা মলিন আনন।
মেঘে ঢাকা নক্ষত্র যেমন।

আধ ফোট কুসুমকলিকা,
কেন তোর এ দশা বালিকা?
হায় কি বলিবি আর!
বুঝিয়াছি এইবার,
করেছিলি বিপথে গমন,
তাই তোর এদশা এখন।

তাই তোরে ঘৃণা অবহেলে,
গিয়াছে চরণে সবে দলে!
একটুকু স্নেহদানে,
বাঁচায়ে রাখিতে প্রাণে,
তাই সবে এতই বিমুখ।
অশ্রুজলে ভেসে যায় বুক।

এ সংসার বড়ই ভীষণ,
নাই হেথা মমতা যতন।
হেথাকার নারী নর,
কেমন নিঠুর তর,
স্নেহদানে বড়ই কৃপণ,
হিয়া সব পাষাণ মতন।

সম বেদনার অশ্রুজল,
খুঁজিয়া পাবে না ধরাতল।
কাহার দুঃখের গীতি,
শুনিলে বাড়িবে প্রীতি,
এ ধরার এইত নিয়ম!
এইত গো ধরম করম।

আপন করম দোষে যদি,
বিপাকে পড়িয়ে নিরবধি,
দারুণ যাতনানলে,
কারু হৃদি যায় জলে,
প্রশমিতে সে হৃদি-বেদন,
কেহত গো করে না যতন।

ম়ারো করে উপহাস কত,
ৃকুটি গঞ্জনারাশি শত।
উপেখার বিষবাণ,
দগ্ধ করে মন প্রাণ,
সান্ত্বনার বিনিময়েঃহায়
ভাঙ্গা প্রাণ ভেঙ্গে দিয়ে যায়।

পতিতা রমণী কতজনে,
সমাজের দারুণ পীড়নে।
পড়িয়ে সংসারপাশে,
অবাধে যেতেছে ভেসে,
স্রোতমুখে তৃণের সমান।
ায় তার কে করে গণন।

কটুক স্নেহের কারণ,
ানবের অমূল্য জীবন
অবাধে চলিয়া যাবে,
তাও রে তোদের স'বে,
ব তারে স্নেহকণা দানে,
রাখিবিনে বাঁচায়ে পরাণে?

পথ ভুলি গিয়াছিল বলে,
তাই তারে পায়ে যাবি দলে?
তাই তার অশ্রু হেরে,
ঘৃণায় যাইবি সরে,
হাসিবি দেখিয়ে ম্লান মুখ,
স্নানদানে হইবি বিমুখ?

আর হেথা থা.ক কাজ নাই,
আয় তোরে সাথে লয়ে যাই।
আমার ভগন ঘরে,
সাদরে রাখিব তোরে,
আঁখিজল যতনে মুছাব,
আমি তোরে কত স্নেহ দিব।

সংসার-জলধি-মাঝে পড়ে,
ক্ষুদ্র প্রাণ যায় একেবারে!
তাই বলি আয় তোরে,
লয়ে যাই হাত ধরে,
আমার সে ভগন কুটীরে,
ভাসিস্‌নে অকূল পাথারে।

প্রার্থনা।

এ আঁধার ভবার্ণবে
ধ্রুবতারা সম হয়ে,
করুণানিলয় থেক,
করুণনয়নে চেয়ে।

পথ ভ্রান্ত ক্লান্ত দেহ,
দৃষ্টি হীন আঁখিতারা,
জীবনে মরণে দেব,
তোমারে না হই হারা।

অনন্ত জীবন স্রোত—
তোমা পানে ছুটে যা'ক্‌
বারিতে বুদ্‌বুদ্‌ মত
তোমাতে মিশিয়ে থাক্‌।

আমার আমিত্ব টুকু
তোমাতে হউক লয়,
আমার বাসনাগুলি
হোক দেব তোমাময়

মিশে থাক চিরদিন
প্রতি রক্তবিন্দু সাথে,
কি আঁধারে কি আলোকে
প্রভাতে, গভীর রাতে।

কি সুখশয্যায় কিবা
দুঃখময় হাহাকারে,
চির দিন থেক দেব
তুমি মোর হৃদিপরে।

তুচ্ছ স্বার্থে নিমগন
আমার মলিন হিয়া,
অনুদিন বাঁচাইও
ও পদ পরশ দিয়া।

শ্রীমতী সরলাদত্ত

আমাদের কয়েকটী কথা।

ভগিনীগণ! আমি কিছুই লিখিতে জানি না। কিন্তু মাঝে মাঝে আপনাদের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়, অক্ষমতাবশতঃ নির্ব্বাকই থাকি। আজ আর চুপ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না, অক্ষম মূর্খ বোন্‌কে মার্জ্জনা করিবেন।

আমরা অনেকেই এক একটা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী। আমরা দুর্ব্বল হইয়াও সংসাররূপ বৃহৎ অট্টালিকার প্রধানমূল ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু আমরা লিখিবার সময় বা বলিবার সময় যাহা বলি, সর্ব্বদা কি তাহা স্মরণ রাখিয়া কাজ করি? যদি না করি তবে আমাদের জীবন, আমাদের গৃহ সকলই অপূর্ণ থাকিবে। লিখিতে গেলে যে আমাদের জীবনের দায়িত্ব বাড়িয়া যায় সেই জন্য লিখিতেও বড় ভয় হয়। আমাদের অবিমৃষ্যকারিতা ও অলসতা আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। জীবনকে কালের স্রোতের মুখে ফেলিয়া দিয়া বসিয়া আছে, উজানে বহিতে একটুও শক্তি নাই। কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তাদ্বারা দেখিতে গেলে দেখিতে পাইবে আমাদের

মুখ ও লেখনী যে রূপ অগ্রসর হ
আমাদের জীবন তাহা অপেক্ষা অনে
পড়িয়া আছে। তাহা কি জন্য?
সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের ভার
জন্য কি আমাদের এত দুর্গতি?
নয়। কর্ত্তব্য কার্য্যই উপাসনা।
দের উপর ভগবান যে সকল ক
ভার দিয়াছেন তাহাই প্রতিপালন
করাই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। সং
থাকিয়া আমাদের প্রতিপদে সাধনার
শ্যক। প্রতিদিন আমাদের হাতে অ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের ভার থাকে, আমা
দেখা উচিত সকল কাজের ভিতর সত্য র
হইতেছে কি না! ইহাতে নানা রূপ প্রে
ভন, সুখইচ্ছা ও স্বার্থপরতা আসিয়া আ
দিগকে প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত করে, বা
দেয়, সে গুলিকে জয় করিয়া সত্যের সাধ
করিতে হইবে। কি পুত্র, কি কন্যা, কি
চাকর, ফেরিওলা ও পাওনাদার, কি প্রতি
বেশী প্রত্যেক লোকের সহিত এরূপ ভা
ব্যবহার করা উচিত যাহাতে তাহারা আম

বাক্যে ও কার্য্যে একতা দেখিয়া আম্য-
ক বিশ্বাস করিতে পারে। আমরাও
াতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া বিমল
ন্দ উপভোগ করিব।
যে সমাজ সত্যের আদর করিতে জানে
ই সমাজই শীর্ষস্থানীয় হইবে।
ই হইবে। সেই সত্যকে
তরূপে জীবনের প্রত্যেক
করিতে হইবে। কেবল
বিদ্ধ প্রধান প্রধান সত্য
মরা অব্যাহতি পাইব না।
কগুলি কথা ভাবিয়া আপ-
ত থাকি। মনে করি খুনও
ও করি না, বড় বড় পাপে
তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম
া (এই স্থূল আত্মতৃপ্তিতে আমরা
কি)। ওদিকে হয়তো চাকরকে
াম না, অথবা দিব বলিয়া মাগা-
াঁটি করাইলাম। ঋণ করিলাম
দিন আসিল দিতে পারিলাম না।
হিল তবে অন্যায়বোধে বিরক্ত
া। কেহ কোন দ্রব্য চাহিতে
হবে ভয়ে 'নাই' বলিয়া দিলাম,
র মিথ্যা কথার প্রমাণ তাহার
হইয়া গেল। সামান্য জিনিসের
ধাসী হইলাম। অথবা বন্ধুভাবে
প্রাণের কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত
কে বলিয়া, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া
বিশ্বাসঘাতী হইলাম। কিন্তু এই
রাধের জন্য কি তীব্র অনুতাপ হয়?
কোথায় সত্য রক্ষার যত্ন, কোথায়

া ভাবি বুঝি খুব নিঃস্বার্থ হইয়াছি,

বুঝি খুব পরদুঃখ কাতর হইয়াছি। কিন্তু দু এক জন ছাড়া আমরা অনেকেই স্বার্থের গণ্ডীতেই ছুটাছুটি করিতেছি; যেখানে করিলে প্রশংসা বা প্রত্যুপকার পাওয়া যায় এমন স্থানেই আমরা কাজ করিয়া বেড়াই, সে কাজের মূলে অন্তর্নিহিত যশোলিপ্সা। নিজের সামান্য দুঃখে অন্ধকার দেখি, অন্যের ভীষণ দুঃখের দৃশ্যে প্রাণ অচল। আমরা আত্ম পরীক্ষাদ্বারা দেখিতে পাই এক স্বার্থ-পরতাই আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে; সত্য-পথে বিচরণ করা অতি কঠিন কার্য্য, কিন্তু সত্যই আমাদের উন্নতি, সত্যই আমাদের প্রাণ। এই সত্যের সাধনাদ্বারা যোগী ঋষিগণ এত শক্তিশালী ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। সত্য-হীন ধর্ম্মই মৃতভাব আনয়ন করে।

তাই আমরা এত মরা, তাই আমাদের গৃহ এত অকালে ভগ্নত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। এমন কি সংসারে যেন দেখা যায় মিথ্যারই রাজত্ব। কথার একটা মূল্য নাই। ঈশ্বর কি আমাদিগকে অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কথার সত্যতা না রাখিয়া বাক্য বলিতে রসনা দিয়াছেন? এমন কি অনেক স্ত্রী স্বামীকেও মিথ্যা প্রতারণার দ্বারা ভুলাইয়া রাখে। যে সকল স্ত্রী সত্যের প্রতি এত দৃষ্টিহীন তাহাদের পুত্র কন্যাগণ কি শিখিবে? আমরা সত্যরক্ষা করিতে পারি না, সুতরাং সত্যের আদর করিতেও জানি না। সন্তান দোষ করিয়া স্বীকার করিলে আমাদের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠে এবং তাহার গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করি। অন্য বারে সে বাধ্য হইয়া মিথ্যা বলিতে শিখিয়া সহজে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করে। যদি কোন দোষীব্যক্তি অন্যায় কাজ করিয়া দোষ স্বীকার করেন

কোথায় প্রশান্তচিত্তে তাহাকে ক্ষমা করিব। প্রাণের নিকট টানিয়া প্রীতির উৎস তাহার প্রাণে ঢালিয়া উৎসাহিত করিব, তাহা না করিয়া যাহাতে জনসমাজে ভীরু মিথ্যাবাদী হয় তাহারই আয়োজন করিলাম। এই কি আমাদের সত্যের প্রতি টান! এই কি আমাদের ধর্ম্ম!

আমাদের সকলের প্রতি একটা অবিশ্বাসের ভাব চলিয়া আসিতেছে; মন ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে সত্যকথা বলিলেও বিশ্বাস হয় না। তাই দেখি ভাই ভাইকে বিশ্বাস করেন না, মা সন্তানকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। স্ত্রী স্বামী অথবা স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারেন না।

হয়তো আমি মিথ্যাকথা বলিলাম, অথচ
আমি মিথ্যা কথা বলি ইহা কেহ বলি
আমরা পরম সাধুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠি।
বলি ভাই আমি বড় অধম। কিন্তু তুমি
আমি কৈফিয়ত তলব করিব। অথচ আ
খুব বিনয়ী, এই অহঙ্কার ভাবটীও
পোষণ করি। নিজের সহস্র দোষে
একবার চিন্তাও করি
দোষের জন্য আমার অ
হইয়া গিয়াছে।

ভগিনীগণ! এখনও কি
বার সময় হয় নাই? পু
চম্পবেশী পাপকে হৃদয়ে
ইহাতে আমাদের সংসার
হইতেছে কে এ জীর্ণ সংস্কা

—*—

বঙ্গদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনোপায়।

(৩২ পৃষ্ঠার পর।)

গ্রামে গ্রামে শাখা সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। সেই সভা, আরবী, পারসী, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ভিন্ন ধর্ম্মীদিগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্মগ্রন্থাদি উদার ভাবে অধ্যয়ন করাইবেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উন্নত গ্রন্থাদি পড়িলে অলক্ষিতভাবে তাহাদের প্রতি কি রূপ অনুরক্ত হইয়া পড়িতে হয় নানা ভাষাবিদ্দিগের প্রশস্ত চিত্তই তাহার প্রমাণ। অজ্ঞানতাই সকল কুসংস্কারের মূল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহা অপসারিত হইয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের সুখ, দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, মহত্বের একখানি মধুরোজ্জ্বল চিত্র হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়, তখন
বিদ্বেষের স্থান কোথায় থাকে? যদি
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত না
হইলে কি এ দেশী সমগ্র শিক্ষিত
ইংরাজানুরক্ত ও তাহাদের উন্ন
মুগ্ধ হইত; সেই সভা বিভিন্ন
মূল গ্রন্থাদি বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদি
প্রচারের ভার গ্রহণ করিবেন এব
বঙ্গদেশে বাঙ্গলাভাষাকেই সাধারণে
ভাষা করিতে সচেষ্ট হইবেন। সভ
একখানি পত্রিকাও প্রকাশিত
তাহাতে বঙ্গদেশে এরূপ সম্মিলনের
জনীয়তা, সুফল এবং সাম্প্রদায়িক
ভয়াবহ পরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে
থাকিবেক। ভিন্ন দেশীও বিভিন্ন স

হতা, ইতিহাসাদি হইতে বিবিধ রচনা হাতে বাঙ্গলাতে সঙ্কলিত হইবে। বিভিন্ন বলম্বিগণ ঐ পত্রের লেখক হইবেন। র সভ্যগণও তাহাতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ খিবেন। সাম্প্রদায়িক কুৎসাপূর্ণ গ্রন্থের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা তাহাতে প্রকাশিত বে। প্রত্যেক সভার সাপ্তাহিক মাসি- দি অধিবেশনে স্থানীয় নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্র হইয়া আলাপ পরিচয়াদি বেন এবং সভাকর্তৃক স্থাপিত লাইব্রেরী তে পুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনা করি- । সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইবে। সভ্যগণ র অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বর কুফল ইত্যাদি সম্বন্ধে সকল বন এবং সকল ধর্ম্মই যে ঈশ্বরা- ও শ্রদ্ধার পাত্র তাহা বুঝাইবেন। র মধ্যেও শিক্ষা বিশেষরূপে প্রসা- তে হইবে। মাতা স্তন্যদুগ্ধের সহিত কা দেন তাহা অবিনশ্বর। শৈশবে রি যে তেঁতুল গাছতলা প্রাণীবিজ্ঞানের ায় বহির্ভূত অপজন্তুর লীলাস্থলরূপে য়ে মুদ্রিত হইয়া যায়, বড় হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক প্রাণী সম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মিলেও তেঁতুল গাছতলা দিয়া সন্ধ্যাকালে গম- ন সময়ে সর্ব্বাঙ্গ কেমন শিহরিয়া উঠে। বং ঘুরিয়া যাইতে হইলেও অন্য পথ দিয়া ইবার ইচ্ছাই প্রবল হয়। নারীজাতির ধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা এই মহাসম্মি- নের ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জননীর ক্রোড় হইতেই প্রত্যেক শিশুর এ বিষয়ে শিক্ষা আরম্ভ হইবে। সে শিক্ষার রবত্তা ও স্থায়িত্বের সহিত অপর কোন শিক্ষার তুলনা হইতে পারে না। অজ্ঞানতার অপসৃতির সহিত যখন তাঁহারা "স্ত্রীলোক সকল সদুদ্দেশের বিরোধী" এই ব্যাপক সংস্কার ভেদ করিয়া পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনদিগকে এই সম্মিলনের জন্য উত্তেজিত করিবেন, তখন তাঁহাদের কত না উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে! কেবল ইহা কেন তাঁহারা ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রমণীদিগের সহিত সদ্ভাবস্থাপনোদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অনেকগুলি পালন করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা এবং বহুদর্শিতার বৃদ্ধি হইবে। অন্যান্য অনেক সদ্গুণও বিকাশ পাইবে। অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হওয়ায় এ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ অধিকতর মূল্যবান হইবে।

কিন্তু সম্প্রতি এ দেশের অধিকাংশ সভা সমিতি এবং বক্তৃতাদি কেবল সুনামের জন্য হইয়া থাকে। সভা হইতে বাহিরে যাওয়ার পর যে বিষয়ে বলা হইল তাহার সহিত সভ্যদের কাহারও কোন সংস্রব থাকে না। শ্রোতৃবর্গও যে পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইয়া থাকে ততক্ষণ শুনিয়াই তৃপ্ত হন, সে কথা হৃদয়ে স্থায়িভাবে মুদ্রিত হইয়া কাহাকেও কার্য্যে প্রবৃত্ত করে না। এইরূপ প্রাণহীনতায় এ দেশে কোন সভা এবং আন্দোলন স্থায়িত্ব লাভ করে না এবং সভা সমিতিকে সাধারণ লোকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকে ও তাহা হইতে কোন কার্য্যসিদ্ধি হওয়া একেবারেই অসম্ভব; বিবেচনা করে। পূর্ব্বে যে সভার বিষয় বলা হইয়াছে তাহার সভ্যগণ দৃঢ় উদ্যমশীলতায় এই বিশ্বাস দূর করিবেন এবং যে সকল বক্তৃতা বা উপদেশাদি দিবেন আপনারা অগ্রে তাহা কার্য্যে

পরিণত করিবেন। এইরূপে বহুদিনব্যাপী নানা চেষ্টা করিলে হয়ত বা কোন বাঞ্ছিত ভাবী দিনে উদ্দেশ্য সফল হইবে। এই শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত তেজঃহীন বাঙ্গালীও এক প্রাণতায় জগতের প্রতিষ্ঠাবান্ তেজস্বি জাতি-সমূহের তালিকায় আপনার নাম লিখাইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু সে সিদ্ধিলাভ বহু দূরে। সম্প্রতি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সামান্য ফললাভেই তৃপ্ত হইয়া প্রবল উৎ
কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে এবং মনে রা
হইবে আর কেহ সাহায্য না করিলেও
দ্দেশ্যের সহায় সেই সর্ব্বান্তঃস্রষ্টা।

অনিন্দিতা দেবী

চুঁচুড়া

আকাশ।

অনন্ত গগন ওহে তব অন্ত নাই,
তোমার অনন্তরূপ হেরি যবে আমি,
অনিমেষে থাকি চেয়ে স্তব্ধ হয়ে যাই,
পুলকে তোমারে তাই হেরি দিন যামী।

গম্ভীর মূরতি তব বড় ভালবাসি,
দিনমানে রবিকর হইয়া উজ্জ্বল,
নিশীথে নক্ষত্রপুঞ্জ ফুটে রাশি রাশি,
তোমারে সুনীলবক্ষে, ওহে নভোস্থল।

তোমার সুনীল দেহ হয় মাঝে মাঝে,
নানা রঙ্গে স্বরঞ্জিত অতি মনোহর,
তোমার কোলেতে শ্যাম জলধর মাঝে,
তোমারে দেখিয়া সুখে প্রফুল্ল অন্তর।

তোমার সুনীল দেহে বিহগ
পুলকে উড়িতে থাকে হয়ে আ
গাহিছে উল্লাসে সুখে "মহেশের
ঈশ্বর দর্শনে যেন পাগলের পা

যখনি যে হেরে তব গম্ভীরা মূ
তখনি পবিত্র তার হয় প্রাণ মন,
মনেতে উপজে প্রেম ঈশ্বর ভকতি,
মনে হয় পূজি সদা দেবের চরণ।

শান্তিময়ী দেবী।

সুখ ও শান্তি।

এই ত্রিতাপময় সংসারে প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভের আশায় প্রত্যেক মনুষ্যই অহ-নিশি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই দুর্ল্লভ সামগ্রী কোথায় পাওয়া যায়, এই প্রশ্নের উত্তর হিন্দু ঋষিরা যে রূপ সুন্দর ও বিশদ-রূপে দিয়াছেন, সেরূপ প্রায় আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের দুঃখ কিম্বা তাপ হিন্দুদিগের মতে ৩ প্রক
আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ পাপজনিত কিম্বা কুক
সম্ভূত মানসিক গ্লানি বা পাপ; আধিভৌ
তিক, অর্থাৎ শারীরিক পীড়াজনিত কষ্ট
এবং আধিদৈবিক, অর্থাৎ নানা প্রকা
সাংসারিক বিপদ, যাহার উপর মানুষের
কোন ক্ষমতা বা হস্ত নাই। যিনি এই ত্রিবি

করিতে সক্ষম হন, তিনিই এই প্রকৃত সুখ ও শান্তি উপভোগ পারেন।

ষ্য যে সংসারে এত দুঃখ ও অশান্তি করে, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান এই দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা- ধ্যে অহংজ্ঞান অতি প্রবল; দুঃখ র ইহাই একটী প্রধান কারণ। আমিত্বের উপর মানুষ এত অধিক পে নির্ভর করে যে এই জগতের সকল ও ঘটনার মূলে যে একটী মহতী রী শক্তি রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে যায়। নিজের উপর অধিক পরিমাণে করে বলিয়াই, মানব ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়, সেই পাপকর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখ ও ভোগ করে; ভগবানের প্রদত্ত সকল লঙ্ঘন করে বলিয়াই শারীরিক নিত কষ্ট পায় এবং নানা প্রকার রিক বিপদে পতিত হয়। সত্য যে অনেক সময় নিজের দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আপনিই নানারূপ বিপদ ও কষ্ট ডাকিয়া ন। কিন্তু যে ঐশ্বরিক শক্তি জগতের ন কার্য্য ও ঘটনার মধ্যে কার্য্য করি- হ,যে ঐশ্বরিকশক্তির বলে চন্দ্র,সূর্য্য, গ্রহ, র সুনিয়মে ও শৃঙ্খলার সহিত স্বকীয় য্য কার্য্য সকল প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে াদন করিতেছে; যে শক্তির বলে প্রাকৃ- ক কার্য্য সকল সংঘটিত হইতেছে, সেই তী শক্তি কি মানবমণ্ডলীর ভিতরে কার্য্য রিতেছে না? মনুষ্য জানিয়া শুনিয়াও নেক সময় নিজের আমিত্ব ভুলিতে পারে অহং এই জ্ঞানটী এত প্রবল যে ভগ- বানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারে না; এবং জীবনের প্রত্যেক ঘট- নাতে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করে। এই সকল কারণেই মানুষ এত অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করে।

সংসারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই দেখা যায় যে মানব জীবনের মধ্যে শৈশব- কালই প্রকৃত সুখের সময়। শিশুরা সাংসা- রিক অশান্তি ও দুঃখ খুব অল্প পরিমাণেই অনুভব করিতে পারে। তাহারা দুঃখকষ্টের ধার ধারে না। যত পরিমাণে ছোট থাকে ততই বেশী সুখী; ক্রমে যতই বড় হইতে থাকে, যতই নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিতে যায় ততই দুঃখ কষ্ট অশান্তি উপভোগ করে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শৈশবকালে পিতা মাতার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়াই নিজের দুঃখভোগ করিতে হয় না। মানুষ যদি শিশুর ন্যায় সেই রূপ ভাবে ঈশ্ব- রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল কর্ত্তব্যসাধন করিতে পারে, তবেই তাহার প্রাণে কোন কষ্ট বা অশান্তি আসিতে পারে না।

পৃথিবীতে অমূল্য মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া সকলকেই কাজ করিতে হইবে। জীবনে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব আছে। তবে কাহারও কম কাহারও বেশী; এবং কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে অনেক সময় অনেক ভ্রম এবং ত্রুটি হওয়ারও সম্ভব। মানুষ নিজের বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে রূপ ফললাভের প্রত্যাশা করে, হয়ত অনেক সময় তাহার সেই আশা নিরাশায় পরিণত হয়, তাহাতে

মানুষ কত মনোকষ্ট পায়, কত অশান্তিভোগ করে। মানবগণ সুখের নিমিত্তই কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, সুখের নিমিত্তই স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারে বাস করে; সুখের জন্য ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় এবং যশ মান অন্বেষণ করে। কিন্তু অনেক সময় তাহার বিপরীত ফল ভোগ করে; হয়ত মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইয়া কত সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হয়। মানুষ তখন শোকে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।

তবে কি সংসারে কাজ করা ভগবানের অভিপ্রেত নয়? তবে কি সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ ও শান্তিলাভের আশা করা মরীচিকার মায়া?

প্রাচীন ঋষিদিগের প্রণীত গ্রন্থে একটী শ্লোক আছে :—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

গৃহস্থব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, এবং যে সকল কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

মানুষের এই কর্ত্তব্য। যে সকল কাজ করিবে সকল ব্রহ্মের চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। ফলাফলের দিকে দৃষ্টি করিবে না, কিন্তু একমাত্র মঙ্গলময় পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া সংসারে স্বস্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। কার্য্যের ফলের দিকে লক্ষ্য রাখা, ফলের প্রত্যাশা করা, সুখ ও শান্তিলাভের উপায় নহে। এইরূপে যদি জগতে কার্য্য করা যায়, তবেই মানুষ প্রকৃত সুখ ও শান্তি উপভোগ করিতে পারে।

এইরূপে কি জগতে কার্য্য করা যায় না?
যে শক্তিবলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়
তেছে, কার্য্য করিতেছে সেই মহতী
উপর সম্পূর্ণরূপে কি মানুষ নির্ভর
পারে না, ফলাফলের প্রতি প্রত্যা
করিয়া কার্য্য করা মানুষের প
অসাধ্য?

যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই,
যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে, তাহারা যে
দিগের সেনাপতির আদেশ শ্রব
শত্রুর অগ্নিময় ভীষণ গোলার
নির্ভয়ে অগ্রসর হয়, তাহারা কি
না যে হয়ত এই মুহূর্ত্তেই তাহাদে
দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া যাইতে পারে?
কি তাহাদের প্রাণের প্রতি মমতা
তাহাদের কি পৃথিবীতে বাঁচিবা
হয় না? তাহাদের স্ত্রী পুত্রের প্র
আসক্তি নাই? আছে, কিন্তু এ সকল
সত্ত্বেও তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে
বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হয়। এব
সেনাপতির আদেশ পালনই তাহাদের
কর্ম্ম এবং জীবনের প্রধান ধর্ম্ম। সেনা
যখন আদেশ করেন, অগ্রসর হও, তখন
তাহারা ফলাফলের দিকে দৃষ্টি করে, তাহ
কি ভাবে যে, "আহা আমার পরিণামে
দশা হইবে, আমার স্ত্রী পুত্রেরই বা কি
হইবে?" তাহারা ফলাফলের বিষয় চিন্তা
করিয়া, ভবিষ্যত না ভাবিয়া প্রভুর আ
পালন করিবার জন্য অগ্রসর হয়।

এক জন সাধারণ মনুষ্যের আ
পালন করিবার জন্য যদি অগণ্য সৈন্য অ
তরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে ত
সেনাপতির সেনাপতি সেই মহান্ ঈশ্ব
আদেশ পালন করা এবং তাঁহার উপর স

র্ভর করা কোন অসম্ভব বা আশ্চর্য্য
নহে। সুখ ও শান্তিলাভের আশা
সুষের প্রাণে প্রবল, তখন যাহাতে
ভ করা যায় তাহা সম্পন্ন করিতে
উদাসীন থাকা কখনই উচিত নয়।

অন্য কোন বিষয়ে সুখলাভের আশা করা নিতান্ত ভ্রম ইহা জানিয়া একমাত্র পরমেশ্বরে নির্ভর করাই মানুষের কর্ত্তব্য। ইহাই সুখ ও শান্তি উপভোগের একমাত্র উপায়।

হৃদয় রাজ্য।

ব হৃদয় একটী রাজ্যস্বরূপ। যিনি
ল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালয়িতা, মানব
সই করুণাময় পরমেশ্বরের স্থাপিত ও
তিনিই অনন্তকোটি মানবের হৃদয়
৷ একমাত্র অধীশ্বর। এই হৃদয় তাঁহা-
ত্তি, তিনি কৃপা করিয়া এই সম্পত্তির
ার মানবের হস্তে দিয়াছেন মাত্র।
হ, এই অধিকার আছে বলিয়াই
শু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী
তে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কতক-
নোবৃত্তি লাইয়াই মানবের অন্তররাজ্য
হইয়াছে। অসদ্বৃত্তিগুলিকে সর্ব্বদা
ও বশীভূত রাখিয়া, সদ্বৃত্তিগুলিকে উৎ-
ধনে কৃতকার্য্য হওয়াই মানব জীবনের
রিণতি ও সাধু জীবনের লক্ষ্যস্থল।
র্বই বলা হইয়াছে, কতকগুলি মো-
ইয়াই আমাদের হৃদয়রাজ্য গঠিত।
বৃত্তিগুলিকে দেব ও দানব এই দুই
বিভক্ত করা যাইতে পারে। পুরাণে
সর্ব্বত্রই দেবাসুরের সংগ্রামের কথা
যায়, কিন্তু একটু আত্মদৃষ্টি লাভ করিলে
রা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিতে পারি,
দের হৃদয় অনুক্ষণ এই সংগ্রামে ক্ষত
ত হইতেছে। হৃদয়ের দেবভাবগুলি
ই মলিন ও বলহীন হইয়া পড়িয়াছে যে

অসুরভাবগুলি নিয়ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদিগকে তাহারই দাসানুদাস করিয়া রাখিয়াছে। তাহারাই হৃদয়ের কোমল ভাবের অঙ্কুরগুলি বিশুষ্ক করিয়া হৃদয় কঠোর, নির্ম্মম, মরুভূমি সদৃশ করিয়াছে; বিমল জ্যোতিপূর্ণ ক্ষমা ও শান্তির পুণ্য নিকেতন হইতে, কি জানি কিসের কুহকে, সে পাপাগ্নির অশান্ত সমুদ্রের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যে প্রীতি-কুসুমের স্নিগ্ধ-সৌরভ প্রেমের মৃদু সমীরণে প্রবাহিত হইয়া জগতের প্রাণীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, জগন্নাথের চরণ সমীপে উপনীত করিবে; তাহারই প্ররোচনায় আজ সেই পবিত্র বিশ্বাকর্ষী প্রীতি, মায়ার শৃঙ্খল হইয়া আমাদের চরণ বন্ধন করিয়াছে। নিভৃত পার্ব্বত্যপ্রদেশে নির্ঝরিণী, সহস্রধা-রায় বারি ঢালিয়া স্রোতস্বিনীর হৃদয় পূর্ণ করে। স্রোতস্বিনী সেই সলিলরাশি জড়, চেতন, উদ্ভিদ্ সকলকে সমভাবে বিতরণ করিয়া যেন কৃতার্থ হৃদয়ে, কলকণ্ঠে আনন্দের আকুল উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া থাকে। জগতের এই নিয়ম; কিন্তু হায়! দানবের শাসনে থাকিয়া কি জানি কাহার অভিশাপে আমাদের হৃদয়-রাজ্যের দয়ার অজস্র সলিল-বর্ষী প্রস্রবণ বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে; তাই